অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম
জীবন ও কর্ম

আব্দুল ওয়াহিদ শিপু

অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম
জীবন ও কর্ম

আব্দুল ওয়াহিদ শিপু

অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম
জীবন ও কর্ম

আব্দুল ওয়াহিদ শিপু

প্রকাশক
নির্যাস সিলেট

মূল্য: ৳৩০০, US $ 7, UK £5

প্রকাশকাল: সেপ্টেম্বর ২০২৩

প্রচ্ছদ
আব্দুল ওয়াহিদ শিপু

মুদ্রণ
রঙ প্রিন্টার্স
রংমহল টাওয়ার, সিলেট।

ISBN : 978-984-35-4918-1

Oddhapok Jamal Nazrul Islam
by Abdul Wahide Shipu

Published by
Nirrzas Sylhet
nirrzas.info@gmail.com

উ ৎ স র্গ

আব্বা ও আম্মাকে

মুখবন্ধ

অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম। পৃথিবী বিখ্যাত গণিতবিদ, তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী এবং আপেক্ষিকতাবিদ। বিংশ শতাব্দীর সেরা বিজ্ঞানীরদের ছোট্ট একটা তালিকা করলে সেই তালিকায় তাঁর নাম অনিবার্য! আইনস্টাইন উত্থাপিত সাধারণ আপেক্ষিকতা ঘূর্ণিয়মান সিস্টেমে প্রয়োগ করে পরপর পাঁচটি অতি উচ্চ মানের গবেষণাপত্র প্রকাশ করার ফলে ১৯৮২ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে Doctor of Science (D.Sc) উপাধিতে ভূষিত করে। মহাবিশ্বের অন্তিম পরিণতি নিয়ে গবেষণা করে বিশ্বব্যাপী হয়েছেন সমাদৃত। কর্মজীবনে নিজের সহকর্মী ও বন্ধু হিসেবে পেয়েছেন স্যার রিচার্ড ফাইনম্যান, কিপ থর্ন, স্যার ফ্রেড হয়েল, রজার পেনরোজ, স্যার স্টিফেন হকিং, জেবি নারলিকর, স্যার মার্টিন রিজ, ফ্রিম্যান ডাইসনের মতো রথি-মহারথিদের।

নিজের হাজারো ব্যাক্তিগত অর্জনের সুযোগকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে ১৯৮৪ সালে সব ছেড়ে একেবারে চলে আসেন মাতৃভূমি বাংলাদেশে। লক্ষ্য এদেশে আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করবেন। বাঙালি ছেলেমেয়েদের বিজ্ঞানে আগ্রহী করে তুলবেন। ১,২৫,০০০৳ বেতনের চাকরি ছেড়ে যোগ দেন ২৮০০৳ বেতনের চাকরিতে! অনেক বিজ্ঞজনেরই ধারণা ঐ সময়ে দেশে ফিরে না আসলে বিজ্ঞানেও বাঙ্গালি নোবেল জয় করতো । নোবেলজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী আবদুস সালাম চট্টগ্রাম

বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনুষ্টানে পরপর তিনবার একটি কথাই বলেছিলেন, "আমার পরে এশিয়ার মধ্যে কেউ বিজ্ঞানে নোবেল পেলে সে হবে জামাল!"

নিজের ব্যাক্তিগত স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে মহান এ মানুষটি দেশের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বপন করে গিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক মানের গবেষণাকেন্দ্র "জামাল নজরুল ইসলাম গণিত ও ভৌতবিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র"। ২০১৩ সালে তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ৫৮ জন গবেষক এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন কেন্দ্র থেকে। যার মধ্যে ৪৫ জন-ই অধ্যাপক ইসলামের অধীনে গবেষণা করেছেন।

আত্মবিস্মৃত জাতি সামান্য কয় বছরে ভুলে বসেছি আমাদের এই সূর্যসন্তানকে।

এ গ্রন্থে আমি অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলামের জীবনী নিয়ে আলোচনা করেছি। তাঁর জন্মবৃত্তান্ত থেকে শুরু করে তাঁর পড়াশোনা, গবেষণা, কর্মজীবন, দেশে প্রত্যাবর্তন, গুণাবলি নিয়ে আলোচনা করেছি। এ ছাড়াও বইয়ের শেষদিকে অধ্যাপক ইসলাম সম্পর্কে দেশ-বিদেশের গুণীজনদের মন্তব্য সংযুক্ত করেছি। শব্দ ও বাক্যের মারপ্যাঁচে বইয়ের দৈর্ঘ্য অহেতুক বৃদ্ধি করার কোন চেষ্টা-ই করিনি। লক্ষ্য ছিল সংক্ষিপ্ত আকারে মেধহীনভাবে স্যারের পুরো জীবনী উপহার দেয়া। কতটুক পেরেছি তা আপনাদের কাছ থেকে জানতে পারবো বলে আশা রাখছি।

সাখাওয়াত সাকিল ভাই, শাকিল খান মামা, অনন্ত নিগার ভাই, রেহনুমা তারান্নুম, মাহিদ ইসলাম, অনুরাগ দে, মুহিবুর শাফি, মহিউস সুন্না আসফাক, শাহরিয়ার শুভ, আব্দুল্লাহ তানিমসহ অনেকেই বইটি লিখতে নানাভাবে সহায়তা করছেন। আমি তাঁদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ।

চিরঋণী আব্বা, আম্মা, ভাইবোনদের কাছে। যাদেরকে ভিত্তি করে আমি দাঁড়িয়ে আছি। যাদের কারণে নিশ্চিন্ত মনে, নির্ভাবনায় আমি প্রতিনিয়ত সামনে এগিয়ে যাচ্ছি।

চেষ্টা করেছি যদ্দুর সম্ভব নির্ভুল একটা বই আপনাদের হাতে তুলে দিতে। তার পরও যদি কোন কিছু ভুল থেকে যায়, সহৃদয় পাঠক তা লেখকের নজরে আনলে কৃতজ্ঞ থাকব।

পরিশেষে, দোয়া চাই। আমি বড় দোয়ার কাঙাল!

আব্দুল ওয়াহিদ শিপু
abdulwahideshipu.cse@gmail.com

১৫/০৯/২০২৩
মাষ্টার বাড়ি, রফিপুর,
হেতিমগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ, সিলেট

‘আমাকে যদি নোবেল পুরষ্কার প্রস্তাব করা হয় আর এর বিনিময়ে আমার মেয়ে নার্গিস দেশে এসে স্থায়ী হয়, এদেশের লোকজনের চিকিৎসা করে, তবে আমি নোবেল চাই না।’

‘বাংলাদেশের একটি ছেলে বা একটি মেয়েকেও যদি আমি বিজ্ঞানের পথে নিয়ে আসতে পারি, যদি তার সামনে মহাবিশ্বের রহস্য অনুসন্ধানের একটি নতুন দরজা খুলে দিতে পারি, তাহলেই আমার দেশে ফেরা স্বার্থক হবে।’

~ জামাল নজরুল ইসলাম

সূচি

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

এক. জন্ম ও পিতা-মাতা

অধ্যাপক ড. জামাল নজরুল ইসলাম ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের ঝিনাইদহ শহরে জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁর পিতা সিরাজুল ইসলাম (মৃত্যু ১৯৮১) তৎকালীন ব্রিটিশ শাসনের প্রাদেশিক প্রশাসনিক কর্মকর্তা 'মুন্সেফ' (বর্তমান 'সহকারী জজ') ছিলেন। সামাজিক ভালো কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে 'খান বাহাদুর' উপাধী লাভ করেন। অধ্যাপক ইসলামের মা রাহাত আরা বেগম (মৃত্যু ১৯৪৯) ছিলেন উর্দু ভাষার কবি। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত 'ডাকঘর' নাটিকাটি উর্দুতে অনুবাদ করেছিলেন। ডাকঘর-এর উর্দু অনুবাদসহ তাঁর অন্যান্য লেখা সাম্প্রতিক কালেও ভারতের দিল্লি থেকে প্রকাশিত হয়েছে।[২] অধ্যাপক ইসলামের বড় বোন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ইমেরিটাস

---

[১] Prof Jamal Nazrul Islam passes away, The Daily Star (Star Online Report), March 16, 2013

[২] আবুল মোমেন, আমাদের জামাল স্যার, প্রথম আলো, ২০ মার্চ ২০১৩

অধ্যাপক ড. সুলতানা সারওয়াত আরা জামানের[৩] একটি সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, তাঁদের মা রাহাত আরা বেগম সর্বমোট সাতটি বই লিখেছিলেন। তিনি উর্দু লেখিকা হলেও, তাঁর বইগুলোতে ছিলো বাংলাদেশের বর্ণনা। বইগুলো পড়তে বাংলা বইয়ের স্বাদ পাওয়া যায়। লেখিকা হিসেবে তিনি প্রচুর নাম করেছিলেন। বিখ্যাত রাজনীতিবিদ স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রু (মৃত্যু ১৯৪৯) রাহাত আরা বেগম সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, *'তাঁর উর্দু খুব ভালো।'*

বহু গুণে গুণান্বিত বিদুষী রাহাত আরা বেগম ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক। নিয়মিত পবিত্র কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন এবং নিজ ঘরে চিল্লা করতেন।[৪] অধ্যাপক ইসলাম তাঁর মা সম্পর্কে এক লেখায় লিখেন, 'আমি প্রায়ই দেখতাম অথবা শুনতাম যে তিনি সারারাত এবাদত করেছেন।'

রাহাত আরা বেগম একজন সঙ্গীত অনুরাগীও ছিলেন। তিনি রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল গীতি ও অতুল প্রসাদ সেনের গান গাইতেন। অধ্যাপক ইসলাম লিখেন, 'আমার মনে পড়ে

---

[৩] ড. সুলতানা সারওয়াত আরা জামান ৯ জুন ১৯৩২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুলতানা জামান নামেই অধিক পরিচিত। ১৯৭৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি ছিন্নমূল শিশু ও নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, শিক্ষাদান ও প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করার লক্ষ্যে বেশ কয়টি বেসরকারি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন এবং সমাদৃত হন। তাঁর স্বামী লে. কর্ণেল কাজী নুরুজ্জামান (বীর উত্তম) ছিলেন মহান মুক্তিযুদ্ধের ৭নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার। অধ্যাপক সুলতানা জামান ২০২০ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

[৪] জাহীদ রেজা নূর, কীর্তিময়ী এক নারীর কথা, প্রথম আলো (আর্কাইভ), ৯ জুন ২০১২

কলকাতায় আমাদের বাসায় একটি অরগ্যান ছিলো যেটা তিনি (তাঁর মা) বাজাতেন। আমার বাবা সঙ্গীতে এবং লেখার ব্যাপারে সব সময় তাঁকে উৎসাহিত করতেন।'[৫]

দুই. বংশ পরিচয় ও আত্মীয়-স্বজন

অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলামের জন্ম তাঁর পিতার তৎকালীন কর্মস্থল ঝিনাইদহে হলেও তাঁর পূর্বপুরুষরা চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর দাদার দাদা হাসমতুল্লাহ মুন্সেফ চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলার নারায়ণ হাট ইউনিয়নের জুজখোলা গ্রামে বাস করতেন। তাঁর বাড়ি এলাকায় 'বড় বাড়ি' হিসেবে পরিচিত। বাড়িতে দুটি কাছারি ঘর, সামনে পিছনে দুটি পুকুর, পুকুরপাড়ে স্কুলসহ মসজিদ, ক্লিনিক ও একটি মাদ্রাসা রয়েছে। হাসমতুল্লাহ মুন্সেফ একসময় ফটিকছড়ি ছেড়ে স্থায়ীভাবে চট্টগ্রাম শহরে চলে আসেন এবং শহরের চকবাজারে নতুন বসতি স্থাপন করেন। চকবাজারে 'হাসমতুল্লাহ মুন্সেফ লেন' নামে এখনো একটি রাস্তা আছে।[৬]

অধ্যাপক ইসলামের নানা শামসুল উলামা কামালউদ্দীন আহমেদ ছিলেন বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সরকারি কলেজের প্রথম মুসলমান অধ্যক্ষ।[৭] তিনি বৃটিশ শাসনামলে পার্লামেন্টেরও সদস্য ছিলেন।[৮] খ্যাতিমান দার্শনিক ও বাংলা সাহিত্য

---

[৫] শরীফ মাহমুদ ছিদ্দিকী, বিশ্বনন্দিত বিজ্ঞানী জামাল নজরুল ইসলাম, অনুপম প্রকাশনী ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৩০

[৬] শরীফ মাহমুদ ছিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

[৭] আবুল মোমেন, প্রাগুক্ত

[৮] জাহীদ রেজা নূর, প্রাগুক্ত

সমালোচক আবু সয়ীদ আইয়ুব[৯] ছিলেন অধ্যাপক ইসলামের মামা।[১০] তিনি রাহাত আরা বেগমের ফুফাতো ভাই ছিলেন। অধ্যাপক ইসলাম তাঁর রচিত জনপ্রিয় 'কৃষ্ণ বিবর' বইটি তাঁর মামা আবু সয়ীদ আইয়ুবকে উৎসর্গ করে লিখেছেন, 'যার জীবন এবং লেখা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে।'[১১] বাংলাদেশের বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ছিলেন অধ্যাপক ইসলামের আপন ফুফাতো ভাই।[১২] অধ্যাপক ইসলামের পরিবারের সাথে ঢাকার নওয়াব বাড়ি ও জর্ডানের বাদশার পরিবারের সু-সম্পর্ক ছিলো।[১৩]

তিন. মায়ের মৃত্যু, পিতার দরবেশ জীবন

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলামের পিতা খান বাহাদুর সিরাজুল ইসলাম সরকারি চাকরি ছেড়ে সপরিবারে চট্টগ্রামে চলে আসেন এবং পাহাড় ঘেরা সার্সন রোডে নতুন বাড়ি নির্মাণ শুরু করেন। পাহাড়ে বাড়ি উঠতে সময় লাগবে দেখে তিনি প্রথমে পাহাড়ের উপর একটি বেড়ার ঘর তৈরী করেন এবং নাম দেন 'ব্যাম্বো প্যালেস'।[১৪]

---

[৯] আবু সয়ীদ আইয়ুব **১৯০৬** সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। কর্মজীবনে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয় অস্ট্রেলিয়ায় অধ্যাপনা করেছেন। তিনি তাঁর রচনার জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার ও রবীন্দ্র পুরস্কারে ভূষিত হন এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'দেশিকোত্তম' উপাধি প্রদান করে। তিনি **১৯৮২** সালে মৃত্যুবরণ করেন।

[১০] আবুল মোমেন, প্রাগুক্ত

[১১] জামাল নজরুল ইসলাম, কৃষ্ণ বিবর, বাংলা একাডেমি ঢাকা, ২য় পুনর্মুদ্রণ ২০১৮

[১২] আবুল মোমেন, প্রাগুক্ত

[১৩] শরীফ মাহমুদ ছিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

[১৪] জাহীদ রেজা নূর, প্রাগুক্ত

পরবর্তীতে সময় নিয়ে ধীরে সুস্থে তিনি সার্সন রোডের পাহাড়চূড়ায় নির্মাণ করেন সবুজমন্ডিত, বৃক্ষঘেরা তিনতলা বাড়ি *‘সাবযা যার’* (সবুজ উদ্যান)। অধ্যাপক ইসলামের দশম জন্মদিনের তিনদিন আগে **১৯৪৯** সালের **২১** শে ফেব্রুয়ারি তাঁর মা রাহাত আরা বেগম মহান সৃষ্টিকর্তার ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে পাড়ি জমান। স্ত্রীর এমন আকস্মিক মৃত্যু খান বাহাদুর সিরাজুল ইসলামের মনে প্রচন্ড আঘাত হানে। তিনি সংসার ত্যাগী দরবেশ হয়ে যান।[১৫] প্রতিদিন সকালে ছাতা মাথায় আপাদমস্তক সাদা কাপড়মুড়ি দিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে তিনি গরিবুল্লাহ শাহ মাজার কবরস্থানে তাঁর স্ত্রীর কবরের পাশে গিয়ে তা পরিষ্কার করে সেখানেই যোহরের নামাজ পর্যন্ত বসে থাকতেন।[১৬] অধ্যাপক ইসলাম এক স্মৃতিকথায় লিখেন, ‘... আমার বাবা দরবেশের মতো হয়ে গেলেন। প্রত্যেক দিন সকাল প্রায় সাতটায় আমার মায়ের কবরে (গরীবুল্লাহ শাহ মাজারে) যেতেন এবং পাঁচ ঘণ্টা কবরের পাশে বসে থাকতেন; প্রায় বারোটার সময় ফিরে আসতেন। রমজানের দিনে সারাদিন সেখানে থাকতেন। এইভাবে কয়েকটা উপলক্ষ ছাড়া তিনি প্রায় ত্রিশ বছর প্রত্যেকদিন আমার মায়ের কবরে যেতেন। তিনি **১৯৮১** সালে ইন্তেকাল করেন। আমার মার ইন্তেকালের পর তিনি খুব কম অন্য বাসায় যেতেন এবং সব সময়ে লুঙ্গী ও চাদর পরে থাকতেন।’ [১৭]

---

[১৫] শরীফ মাহমুদ ছিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

[১৬] আবদুল মান্নান, অন্ধকার রাতের নক্ষত্র জামাল নজরুল ইসলাম, priyo.com, ২৩ মার্চ ২০১৩

[১৭] শরীফ মাহমুদ ছিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

চার. সাংসারিক জীবন

অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলামের সঙ্গে এক সম্মেলনে পরিচয় হয় অধ্যাপক সুরাইয়া ইসলামের এবং তাঁদের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠে।[১৮] ১৯৬০ সালে ২১ বছর বয়সে অধ্যাপক ইসলাম সুরাইয়া ইসলামকে বিয়ে করে তাঁদের প্রণয়কে পরিণয়ে রূপ দেন। সুরাইয়া ইসলামের জন্ম কলকাতায়। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক এবং যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি যুক্তরাজ্যের লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল এ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ থেকে পুনরায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন।[১৯]

অধ্যাপক ইসলাম তাঁর স্ত্রীকে প্রচন্ড ভালোবাসতেন। দীর্ঘ ৫৩ বছরের সাংসারিক জীবনে অধ্যাপক ইসলাম দেশে বা বিদেশে অনুষ্ঠিত যেকোনো অনুষ্টান, সম্মেলন কিংবা সফরে গেলে কখনো তাঁর স্ত্রীকে রেখে যেতেন না, সবসময় সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। অন্ধকারে কোন সিঁড়ি বেয়ে উঠার সময় তিনি সবসময় তাঁর স্ত্রীর হাত ধরে রাখতেন। একবার তাঁর স্ত্রী পায়ে ব্যথা পেয়ে বেশ কিছুদিন ঢাকায় মেয়ের বাসায় অবস্থান করলে, সেই সময়টায় অধ্যাপক ইসলাম অনেকটা এতিমের মতো ছিলেন।[২০] তাঁর স্ত্রী সুরাইয়া ইসলামও উচ্চ ডিগ্রীধারী একজন বিদুষী মহিলা হওয়া সত্ত্বেও, নিজের ক্যারিয়ারের কথা চিন্তা না করে

---

[১৮] প্রিয়ম মজুমদার, সার্সেন রোডের পিয়ানো বাজানোর মানুষটি, sachalayatan.com, ১৭ মার্চ ২০১৩

[১৯] শরীফ মাহমুদ ছিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

[২০] প্রিয়ম মজুমদার, প্রাগুক্ত

আজীবন স্বামীকে নিঃস্বার্থভাবে সঙ্গ দিয়ে গেছেন। এই মহীয়সী নারী ২০২২ সালের ১৯ এপ্রিল, ৭৮ বছর বয়সে রাজধানী ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন।[২১]

দাম্পত্য জীবনে অধ্যাপক ইসলাম দুই কন্যা সন্তানের জনক। বড় মেয়ে সাদাফ সাজ সিদ্দীকি যুক্তরাজ্যের ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'মলিকুলার বায়োলজি' নিয়ে পড়াশোনা করে বর্তমানে ঢাকায় বসবাস করছেন। তিনি একজন উদ্যোক্তা, কবি ও লেখক। তিনি ঢাকা লিট ফেস্টের সহ-প্রতিষ্টাতা ও পরিচালক। এছাড়াও তিনি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ড এবং জামাল নজরুল ইসলাম গণিত ও ভৌত বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের গভর্ণিং বডির সদস্য। অধ্যাপক ইসলামের ছোট মেয়ে নার্গিস নাজ ইসলাম যুক্তরাজ্যে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিতে পিএইচডি করে সেখানেই অবস্থান করছেন।

---

[২১] ড. জামাল নজরুল ইসলামের স্ত্রী আর নেই, banglanews24.com, ২০ এপ্রিল ২০২২

দ্বিতীয় অধ্যায়

এক. প্রাথমিক শিক্ষা

অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলামের জন্মের কিছু দিন পর তাঁর বাবা খান বাহাদুর সিরাজুল ইসলাম চাকরিসূত্রে ঝিনাইদহ শহর থেকে বর্তমান ভারতের কলকাতা জেলায় বদলি হন। সেই সুবাধে কলকাতা মডেল স্কুলে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা জীবনের শুরু হয়। পরবর্তীতে তাঁকে কলকাতা শিশু বিদ্যাপীঠে বদলি করে নেয়া হয়। এখানে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করে তিনি পুনরায় কলকাতা মডেল স্কুলে ফিরে যান। দেশ ভাগের পর তাঁর বাবা সপরিবারে চট্টগ্রামে চলে আসেন এবং তাঁকে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি করে দেন। স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁর ঈর্ষণীয় মেধা দেখে ডাবল প্রমোশন দিয়ে সরাসরি ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি করে নেন। চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে নবম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে (বর্তমান পাকিস্তান) চলে যান।[২২]

---

[২২] এ. এম. হারুন অর রশিদ, আমাদের অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম, bdnews24.com, ১৮ মার্চ ২০১৩

দুই. লরেন্স কলেজ

চট্টগ্রামের কলেজিয়েট স্কুল ছেড়ে অধ্যাপক ইসলাম শিক্ষা অর্জনের জন্য তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের স্বনামধন্য লরেন্স কলেজে ভর্তি হয়ে সিনিয়র কেমব্রিজ (বর্তমান ও-লেভেল) ও হায়ার সিনিয়র কেমব্রিজ (বর্তমান এ-লেভেল) পরীক্ষা পাশ করেন।[২৩] লরেন্স কলেজে হায়ার সিনিয়র কেমব্রিজে পড়ার সময় একমাত্র অধ্যাপক ইসলামই অ্যাডভান্স ম্যাথমেটিক্স নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। অধ্যাপক ইসলামের বড় ভাই কে জেড ইসলামের (কামাল জিয়াউল ইসলাম) বর্ণনামতে, 'পাকিস্তানের লরেন্স কলেজে পড়ার সময় জামাল নজরুল ইসলামের মেধাকে সবাই ভয় পেত।'[২৪] অধ্যাপক ইসলামকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অধ্যাপক বেলাল ইহসান বাকি* লিখেন, 'As long as I can remember, he was held in awe by all of our extended family, especially his nieces and nephews, because of his academic brilliance.'[২৫]

তিন. সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ

পাকিস্তানের লরেন্স কলেজ থেকে হায়ার সিনিয়র কেমব্রিজ উত্তীর্ণ হওয়ার পর অধ্যাপক ইসলাম উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সেন্ট

---

[২৩] এ. এম. হারুন অর রশিদ, প্রাগুক্ত

[২৪] শরীফ মাহমুদ ছিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১, ৩২

*অধ্যাপক বেলাল ইহসান বাকি অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলামের ভাগ্নে। অধ্যাপক বাকি ১৯৮৪-২০১৬ সাল পর্যন্ত ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুরে অধ্যাপনা করেছেন।

[২৫] Belal E Baaquie, My memories of Jamal Nazrul Islam, newagebd.com, March 23, 2013

জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন এবং কৃতিত্বের সঙ্গে বি.এসসি (সম্মান) ডিগ্রী অর্জন করেন। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের তৎকালীন গণিতের শিক্ষক ফাদার গোরে অধ্যাপক ইসলামকে গণিতের জটিল সমস্যাগুলো খুব সহজ করে বুঝিয়ে দিতেন। অধ্যাপক ইসলাম জীবদ্দশায় ফাদার গোরের পাঁড় ভক্ত ছিলেন।[২৬]

চার. কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৫৭ সালে অধ্যাপক ইসলাম সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে স্নাতক শেষ করে বিশ্বের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ ও ইংরেজিভাষী বিশ্বের দ্বিতীয় প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে গণিত শাস্ত্রে ট্রাইপস (Mathematical Tripos) করতে যান। মূলত কোর্সটি তিন বছরের হলেও তিনি দুই বছরে কোর্সটি শেষ করে **১৯৫৯** সালে দ্বিতীয়বারের মতো স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন।[২৭] একই সালে তিনি ট্রিনিটি কলেজের রোজ বেল রচনা প্রতিযোগীতায় ‘একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের’ (Unified field theory) ওপর প্রবন্ধ লিখে ‘রোজ বেল ম্যাথমেটিক্যাল পুরস্কার’ অর্জন করেন। কে জেড ইসলামের বর্ণনা থেকে জানা যায়, ‘যখন তিনি (অধ্যাপক ইসলাম) লন্ডনে পড়তে যান তখন সেখানকার এক ব্রিটিশ দম্পতি তাঁর মেধায় আকৃষ্ট হয়ে তাঁদের সন্তানের নাম রাখেন জামাল।’[২৮]

---

[২৬] এ. এম. হারুন অর রশীদ, প্রাগুক্ত

[২৭] বিজ্ঞানী জামাল নজরুল ইসলাম-এর সাক্ষাৎকার, সাক্ষাৎকার নিয়েছেন আলম খোরশেদ ও এহসানুল কবির, bdnews24.com, ২৭ জানুয়ারি ২০০৮

[২৮] শরীফ মাহমুদ ছিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১, ৩২

১৯৬০ সালে অধ্যাপক ইসলাম কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। পরবর্তীতে ১৯৬৪ সালে একই প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি প্রায়োগিক গণিত ও তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন।[২৯] তাঁর পিএইচডি অভিসন্দর্ভ ছিল মৌলিক কণার (Particle physics) ওপর।[৩০] অভিসন্দর্ভের শিরোনাম ছিল- 'Analytic Properties of S-Matrix Elements.'[৩১]

বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ও সুনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নের ফলে অধ্যাপক ইসলাম বিশ্বের নামকরা বিজ্ঞানী ও গবেষকদের নিজের শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, নোবেলবিজয়ী ব্রিটিশ রসায়নবিদ স্যার জন অ্যান্থোনি পোপল (মৃত্যু ২০০৪)।[৩২] স্যার জন পোপল ১৯৫১ সালে গণিত শাস্ত্রে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করার পর কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজে রিসার্চ ফেলো হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগে প্রভাষক হিসেবে শিক্ষাদান করেন।

এছাড়াও, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ইসলামের শিক্ষক ছিলেন নোবেলবিজয়ী বিখ্যাত পদার্থবিদ স্যার পল ডিরাক (মৃত্যু ১৯৮৪) ও স্যার জন পলকিংহর্ন (মৃত্যু ২০২১)। অধ্যাপক ইসলাম তাঁদের কাছ থেকে যথাক্রমে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা

[২৯] এ. এম. হারুন অর রশিদ, প্রাগুক্ত

[৩০] বিজ্ঞানী জামাল নজরুল ইসলাম-এর সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত

[৩১] শরীফ মাহমুদ ছিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

[৩২] বিজ্ঞানী জামাল নজরুল ইসলাম-এর সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত

(Quantum mechanics) ও কোয়ান্টাম ক্ষেত্র তত্ত্বের (Quantum field theory) ক্লাস নিয়েছেন।[৩৩] স্যার পল ডিরাক *'Lucasian Professor'* হিসেবে ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। অন্যদিকে, স্যার জন পলকিংহর্ন ১৯৫৮ সালে ক্যামব্রিজে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন, ১৯৬৫ সালে রিডার (সহযোগী অধ্যাপক) ও ১৯৬৮ সালে অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। তিনি ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন।

---

[৩৩] দীপেন ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম – একটি কর্মময় জীবন, bdnews24.com, ৩১ মার্চ ২০১৩

তৃতীয় অধ্যায়

এক. গবেষণা ও রচনাবলি

অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম আমৃত্যু গবেষণা করেছেন বিজ্ঞানের মৌলিক শাখায়। তাঁর গবেষণা ও আগ্রহের ক্ষেত্র ছিলো মূলত তিনটি। ১. মৌলিক কণা (Particle physics), ২. সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব (General Theory of Relativity), ৩. বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব (Cosmology)। এছাড়াও তিনি তরল গতিবিদ্যা (Fluid dynamics) নিয়েও কাজ করেছেন।[৩৪]

অসামান্য ধীশক্তির অধিকারী অধ্যাপক ইসলামের তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে দখলের উদাহরণ দিতে গিয়ে অধ্যাপক আরশাদ মোমেন লিখেন, 'আমরা তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে কোনো হিসাব দু-তিন পাতার বেশি লম্বা হলে কম্পিউটারের শরণাপন্ন হই। জামাল স্যার কম্পিউটারের ধার ধারতেন না। এক বক্তৃতায় ১০ পৃষ্ঠা লম্বা একটা সমীকরণই দেখিয়েছিলেন কম্পিউটার ব্যবহার না করে! দিব্যদৃষ্টি ছাড়া এ রকম লম্বা সমীকরণ সমাধান করা

---

[৩৪] বিজ্ঞানী জামাল নজরুল ইসলাম-এর সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত

একেবারেই অসম্ভব।’ গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের জটিলসমস্যাগুলো নিয়ে কাজ করলেও তিনি স্ট্রিং তত্ত্বের (String theory) মতো উচ্চাভিলাসী তত্ত্ব পছন্দ করতেন না। এ সম্পর্কে তাঁর অভিমত ছিলো, *‘বিজ্ঞানের পরিচিত গণ্ডিকেই আমরা ভালোভাবে রপ্ত করতে পারি নি, সেখানে অপরিচিত ও অপরীক্ষিত জগতে পা বাড়ানো হবে অবিবেচকের কাজ।*[৩৫]

অধ্যাপক ইসলাম তাঁর গবেষণার উপর পঞ্চাশটারও বেশি মৌলিক গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন, যার বেশিরভাগই প্রকাশিত হয়েছে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের জনপ্রিয় এবং প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় (Scientific Journals)। তৎকালীন সময়ে পত্রিকার সম্পাদকরা নিজেদেরকে গবেষণাপত্র প্রত্যাখ্যান করার ভার থেকে নিরাপদ রাখার জন্য গবেষণাপত্রগুলো পরিচিত প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীদের দ্বারা জমা নিতেন। অধ্যাপক ইসলামের গবেষণাপত্র-গুলো জমা দিতেন স্যার ফ্রেড হয়েল (মৃত্যু ২০০১), স্টিফেন হকিং (মৃত্যু ২০১৮), ব্রিটিশ রাজকীয় জ্যোতির্বিদ স্যার মার্টিন রিজের (জন্ম ১৯৪২) মতো বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা।[৩৬] অধ্যাপক ইসলাম তাঁর জীবদ্দশায় আটটি প্রকাশিত ও দুটি অপ্রকাশিত গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে চারটি গ্রন্থ বিশ্ববিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা ‘কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস’ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। অধ্যাপক ইসলামের প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ:

---

[৩৫] আরশাদ মোমেন, জামাল স্যারকে যেমন দেখেছি, bigganchinta.com, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০

[৩৬] দীপেন ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত

১. দ্যা আল্টিমেট ফেইট অব দি ইউনিভার্স, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, লন্ডন, ১৯৮৩।

২. ক্লাসিক্যাল জেনারেল রিলেটিভিটি, (সম্পাদিত, সহ- সম্পাদক ডব্লিউ বি বনর, এম এ এইচ ম্যাককালাম), কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, লন্ডন, ১৯৮৪।

৩. রোটেটিং ফিল্ডস ইন জেনারেল রিলেটিভিটি, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, লন্ডন, ১৯৮৫।

৪. কৃষ্ণবিবর, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫।

৫. প্রসিডিংস অব দি ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন ম্যাথমেটিক্যাল ফিজিক্স, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৭।

৬. অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু ম্যাথমেটিক্যাল কসমোলজি, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, লন্ডন, ১৯৯২।

৭. মাতৃভাষা ও বিজ্ঞানচর্চা এবং অন্যান্য প্রবন্ধ, রাহাত-সিরাজ প্রকাশনা, চট্টগ্রাম, ১৯৯৭।

৮. শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ, রাহাত-সিরাজ প্রকাশনা, চট্টগ্রাম, ১৯৯৮।

অপ্রকাশিত গ্রন্থসমূহ:

১. অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু ম্যাথমেটিক্যাল ইকনোমিক্স।

২. কনফাইন্টমেন্ট অ্যান্ড দি শ্রোয়েডিঙ্গার ইকুয়েশন ফর গেজ থিওরিস।[৩৭]

---

[৩৭] শরীফ মাহমুদ ছিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭, ৫০

দুই. কণা পদার্থবিজ্ঞানে গবেষণা

অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলামের গবেষণা জীবনের হাতেখড়ি হয়েছিল কোয়ান্টাম ক্ষেত্র তত্ত্বে। আধুনিক কণা পদার্থবিজ্ঞানের বেশির ভাগ তত্ত্বই ব্যাখ্যা করা হয়েছে কোয়ান্টাম ক্ষেত্র তত্ত্ব ব্যবহার করে। বিভিন্ন মৌল কণার পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার পদ্ধতি মাপতে ১৯৪৮ সালে নোবেলবিজয়ী মার্কিন পদার্থবিদ রিচার্ড ফাইনম্যান (মৃত্যু ১৯৮৮) একটি ডায়াগ্রাম উদ্ভাবন করেন, যা ফাইনম্যান ডায়াগ্রাম (Feynman Diagram) নামে পরিচিত। ফাইনম্যান ডায়াগ্রামে বিভিন্ন ক্ষুদ্র মৌলিক কণা কতখানি তীব্রতা নিয়ে অংশগ্রহণ করবে সে সম্পর্কে নোবেলবিজয়ী সোভিয়েত বিজ্ঞানী লেভ লান্ডাউ (মৃত্যু ১৯৬৮) ও দক্ষিণ আফ্রিকান পদার্থবিদ স্ট্যানলি মান্ডেলস্ট্যাম (মৃত্যু ২০১৬) কিছু কৌশলের উদ্ভাবন করেছিলেন। অধ্যাপক ইসলাম সেই কৌশলগুলোর বৈশিষ্টের ওপর তাঁর গবেষণা জীবনের প্রথমদিকে কয়েকটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন।[৩৮] এই সিরিজেরই একটি গবেষণাপত্রের সুবাদে অধ্যাপক ইসলামের নামের সাথে পরিচয় হয় বাংলাদেশের খ্যাতিমান পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. এ. এম. হারুন অর রশিদের (মৃত্যু ২০২১)। তিনি লিখেন, ‘বহুকাল আগে আমি ম্যাথমেটিক্যাল ফিজিক্স নামে একটি জার্নালে হঠাৎ একটি প্রবন্ধ পেয়েছিলাম একদিন, তার লেখকের নাম জে. এন. ইসলাম। প্রবন্ধটি সেই সময়কার অত্যন্ত উত্তপ্ত বিষয় *ম্যান্ডেলস্টাম রিপ্রেজেন্টেশনের* (ম্যান্ডেলস্টাম প্রতীকায়নের) ওপর লেখা। বিষয়টা তখন বেশ হট টপিক, জটিল এবং কণা

---

[৩৮] দীপেন ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত

পদার্থবিজ্ঞানের বিচ্ছুরণ তত্ত্বের এক বিশেষ প্রকাশ। দ্বৈত বিচ্ছুরণ তত্ত্বের ওপরে লেখকের এটি একটি মৌলিক অবদান। যেহেতু ওই সময়ে আমি নিজে ওই ধরণের বিচ্ছুরণ সম্পর্ক নিয়ে কাজ করছিলাম, তাই আমি প্রবন্ধটি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করি। তখনো আমি জে.এন. ইসলামের সঙ্গে চাক্ষুষভাবে পরিচিত হইনি।

বহুকাল পরে জামালকে আমি এই প্রবন্ধটির কথা বলায় তিনি তাঁর অতিপরিচিত স্মিত হাসিটি দিয়ে বলেছিলেন, আপনি আমার বহুকাল আগের লেখা প্রবন্ধটাও পড়েছেন এবং মনে রেখেছেন, আশ্চর্য।'[39]

তিন. কনফরমাল মহাকর্ষ তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা

১৯৬৭ সালে বিখ্যাত ব্রিটিশ জ্যোর্তির্বিদ স্যার ফ্রেড হয়েল কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে The Institute of Theoretical Astronomy-র গোড়াপত্তন করেন এবং প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন। গবেষণা কেন্দ্রটির প্রতিষ্ঠালগ্নেই তাতে অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম ও তাঁর বন্ধু এবং স্যার হয়েলের ঘনিষ্ঠ ছাত্র ভারতীয় প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকর (জন্ম ১৯৩৮) গবেষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬৪ সালে স্যার ফ্রেড হয়েল ও জয়ন্ত নারলিকর একটি নতুন কনফরমাল মহাকর্ষ তত্ত্বের ধারণা প্রকাশ করেন, যা Hoyle-

---

৩৯ এ. এম. হারুন অর রশিদ, জামাল নজরুল ইসলামের চিরবিদায় উপলক্ষে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি, kaliokalam.com , ১ মে ২০১৩

Narlikar theory of gravity নামে পরিচিত। অধ্যাপক ইসলাম ১৯৬০-এর দশকের শেষ দিকে স্যার হয়েল ও নারলিকরের নতুন কনফরমাল মহাকর্ষ তত্ত্বের ওপর কয়েকটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। হয়েল-নারলিকরের কনফরমাল তত্ত্বে আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা সূত্রগুলোর সঙ্গে অস্ট্রিয়ার বিখ্যাত পদার্থবিদ ও দার্শনিক আর্নস্ট মাখের (মৃত্যু ১৯১৬) তত্ত্ব সংযুক্ত করা হয়েছে। মাখের তত্ত্ব হলো- 'যে কোন বস্তুর ভর বা জড়ত্ব সমগ্র মহাবিশ্বের বস্তুর অস্তিত্বের ওপর নির্ভর করে।' এই মাখীয় তত্ত্বের অবতারণার একটা ফলাফল হচ্ছে মহাকর্ষ বলের মাঝে যে G ধ্রুবকটিকে পাওয়া যায়, সময়ের সাথে সেই ধ্রুবকটির মানের পরিবর্তন হয়। যেহেতু G-র মানের ওপর মহাকর্ষীয় মিথস্ক্রিয়ার তীব্রতা নির্ভর করে, সেহেতু সময়ের সাথে মহাকর্ষীয় বলের মানের পরিবর্তন হবে। তবে এখন পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ এই ব্যাপারটার মীমাংসা করতে পারেনি।[৪০]

চার. সাধারণ আপেক্ষিকতার আইনস্টাইন-ম্যাক্সওয়েল সূত্র নিয়ে গবেষণা

আপেক্ষিকতা তত্ত্বে আইনস্টাইনের সমীকরণগুলোর সঙ্গে একটা তড়িৎ-চৌম্বকীয় ক্ষেত্র জুড়ে দিলে সেগুলোকে আইনস্টাইন-ম্যাক্সওয়েল সমীকরণ বলে। ১৯৭০ এর দশকে অধ্যাপক

[৪০] দীপেন ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত

জামাল নজরুল ইসলাম বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সাধারণ আপেক্ষিকতার আইনস্টাইন-ম্যাক্সওয়েল সূত্রের সমাধানে আগ্রহী হন এবং সাধারণ আপেক্ষিকতার বিচারে ঘূর্ণীয়মান ধূলিকণার (ঘূর্ণীয়মান সিস্টেম) ওপর পরপর পাঁচটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। মহাবিশ্বে ঘূর্ণীয়মান বিভিন্ন ধরণের পরিস্থিতিতে আইনস্টাইন-ম্যাক্সওয়েল সমীকরণের যে সঠিক সমাধান প্রয়োজন, তা অধ্যাপক ইসলাম অনুধাবন করেছিলেন এবং এই ঘূর্ণীয়মান সিস্টেমের ওপর ছয়টি মৌলিক গবেষণাপত্রের একটি সিরিজ প্রকাশ করেছিলেন। যা তাঁকে বিশ্বপরিমণ্ডলে একজন *আপেক্ষিকতাবিদ* হিসেবে সুখ্যাতি এনে দেয়।[৪১] ১৯৮২ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ঘূর্ণীয়মান সিস্টেমে আপেক্ষিকতার প্রয়োগের জন্য অধ্যাপক ইসলামকে *Doctor of Science (D.Sc.)* ডিগ্রীতে ভূষিত করে।[৪২] আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে অধ্যাপক ইসলাম বলেন, 'আমার মতো এত দীর্ঘসময় ধরে, প্রায় ৪০ বছর, আর কেউ আইনস্টাইন উত্থাপিত এই সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করছেন বলে আমার জানা নেই।'[৪৩]

---

[৪১] দীপেন ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত

[৪২] শরীফ মাহমুদ ছিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

[৪৩] বিজ্ঞানী জামাল নজরুল ইসলাম-এর সাক্ষাৎকার,প্রাগুক্ত

পাঁচ. মহাবিশ্বের অন্তিম পরিণতি নিয়ে গবেষণা

অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম তাঁর গবেষণা জীবনে সবচেয়ে বেশি আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা নিয়ে কাজ করলেও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এবং সাধারণ সমাজে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন মহাবিশ্বের অন্তিম পরিণতি নিয়ে গবেষণা করার জন্য। ১৯৭৭ সালে অধ্যাপক ইসলাম লন্ডনের বিখ্যাত *The Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society*-পত্রিকায় 'Possible ultimate fate of the universe' শিরোনামে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। যা তৎকালীন আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান মহলে আলোড়ন তৈরী করে। বিখ্যাত বিজ্ঞানী *ফ্রিম্যান ডাইসন* তাঁর 'Time without end: Physics and biology in an open universe' প্রবন্ধে লিখেন, 'I am particularly indebted to Jamal Islam for an early draft of his 1977 paper which started me thinking seriously about the remote future.'[88]

১৯৮৩ সালে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় অধ্যাপক ইসলামের সবচেয়ে আলোচিত ও খ্যাতি অর্জনকারী বই 'The ultimate fate of the universe.' বইটি এতো জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে, প্রকাশের পরপরই তা ফরাসি, ইতালিয়, জার্মান, পর্তুগিজ, সার্বোক্রোয়েটসহ বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। বইটি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়সহ পৃথিবীর সব সুনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যবই

---

[88] Freeman J. Dyson, Time without end: Physics and biology in an open universe, Reviews of Modern Physics, Vol. 51, No. 3, Page 447, July 1979

হিসেবে পড়ানো হয়।[৪৫] দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বইটি প্রকাশিত হওয়ার ৩৯ বছর পর, ২০২২ সালে প্রথমবারের মতো বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে!

আজকের দিনে দাঁড়িয়ে মহাবিশ্বের অন্তিম পরিণতি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা, বিশ্লেষণকরা, বৈজ্ঞানিক যুক্তি দাঁড় করানো খুব সহজ ও স্বাভাবিক বিষয় হলেও, আজ থেকে দীর্ঘ ৩৯ বছর আগে এই প্রসঙ্গ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করা, গবেষণাপত্র ও পূর্ণাঙ্গ বই রচনা করা এক যুগান্তকারী ঘটনা। বইটি রচনা করার কারণ সম্পর্কে অধ্যাপক ইসলাম বইয়ের ভূমিকায় লিখেন, 'In 1977 I wrote a short technical paper entitled 'Possible ultimate fate of the universe' which was published in the *Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society*. A number of colleagues found this paper amusing. Just then, Weinberg's excellent book *The first three* minutes appeared and it occurred to me that it would be interesting to have a book about the end of the universe. Soon I was requested by the astronomical magazine *Sky and Telescope* to write a popular version of my paper for them. This appeared in January 1979 under the title *'The ultimate fate of the universe'*. The response to this article convinced me that a popular book on the subject

[৪৫] বিজ্ঞানী জামাল নজরুল ইসলাম-এর সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত

would not be in appropriate. The result is this present book.’[৪৬]

বইটি বিশ্বপরিমন্ডলে বিখ্যাত হওয়ার পিছনের অন্যতম একটা কারণ হচ্ছে বইটিতে ব্যবহৃত প্রাঞ্জল ভাষা। অধ্যাপক ইসলাম তাঁর অনবদ্য ইংরেজীতে লিখেন, ‘I have written the book with the person who has no special scientific knowledge in mind. All the technical terms mentioned and all the physical processes described are explained in as simple language as I have been able to use. However, I have avoided oversimplification. This means that some parts of the book will require close attention by the reader who does not have any scientific background, but I hope that everyone who cares to read the book will be able to follow the main ideas without much difficulty.’[৪৭]

কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস ১৯৯২ সালে অধ্যাপক ইসলামের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বই প্রকাশ করে। ‘An Introduction to Mathematical Cosmology’ শিরোনামের বইটি তাঁর ‘The ultimate fate of the universe’ বইয়ের গাণিতিক সংস্করণ।[৪৮] এই বইটিও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ২০০৪ সালে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

---

[৪৬] J. N. Islam, The ultimate fate of the universe, preface, Cambridge University Press, page vii

[৪৭] Ibid

[৪৮] বিজ্ঞানী জামাল নজরুল ইসলাম-এর সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত

অধ্যাপক ইসলাম ১৯৮৫ সালে প্রথম বাংলা ভাষায় বই লিখেন। তাঁর 'কৃষ্ণ বিবর' বইটি বাংলা একাডেমি 'ভাষা-শহিদ গ্রন্থমালার' অংশ হিসেবে প্রকাশ করে। বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার একুশে পদকে অধ্যাপক ইসলামকে ভূষিত করার জন্য নাম প্রস্তাব করলে, 'তিনি বাংলায় কোন বই লিখেন নি' বলে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন! 'কৃষ্ণবিবর' বইটিই তাঁকে একুশে পদক পেতে সহায়তা করেছিল।[৪৯] অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল ভাষায় অধ্যাপক ইসলাম সংক্ষেপে কৃষ্ণবিবরের সৃষ্টি, প্রকৃতি, স্থায়ীত্বকাল নিয়ে আলোচনা করেছেন বইটিতে। ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে প্রথম পুনর্মুদ্রণ এবং সর্বশেষ ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে বইটির দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে।

ছয়. মহাজাগতিক ধ্রুবক নিয়ে গবেষণা

বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন তাঁর মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র সমীকরণে মহাজাগতিক ধ্রুবক 'ল্যাম্বডা'-কে ঢুকিয়েছিলেন মহাবিশ্ব স্থিতিশীল প্রতিষ্ঠার জন্য। ১৯২৯ সালে মার্কিন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ এডউইন হাবল (মৃত্যু ১৯৫৩) যখন তাঁর পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রমাণ করেন যে, আমাদের মহাবিশ্ব প্রসারমান তখন আইনস্টাইন তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল উল্লেখ করে ধ্রুবকটিকে পরিত্যাগ করেন। বর্তমানের ত্বরণশীল মহাবিশ্বতত্ত্বে মহাজাগতিক ধ্রুবক দিয়ে তমোশক্তি বা ডার্ক এনার্জিকে বোঝানো হয় এবং ধারণা করা হয়, মহাবিশ্বের ক্রমশঃ দ্রুতশীল প্রসারণের পেছনে এই ডার্ক এনার্জিই দায়ী। বিজ্ঞানী

[৪৯] শরীফ মাহমুদ ছিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

আইনস্টাইন বুধগ্রহের অনুসূরের[৫০] চলনকে তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতা দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পেরে নিশ্চিত হয়েছিলেন যে তাঁর আপেক্ষিকতা তত্ত্ব সঠিক। বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংয়ের পরামর্শে অধ্যাপক ইসলাম ১৯৮৩ সালে বুধগ্রহের অনুসূরের চলন অবলম্বন করে প্রতি বর্গমিটারে ল্যাম্বডার মান বের করে দেখিয়েছিলেন যে একেবারে মূলে ফিরে গিয়ে মহাজাগতিক ধ্রুবকের মান গণনা করা সম্ভব। এ শতাব্দীর প্রথমদিকে অধ্যাপক ইসলাম ব্রান্স-ডিকি মহাজাগতিক তত্ত্বের আলোকে মহাজাগতিক ধ্রুবক নিয়ে আবারো গবেষণা শুরু করেছিলেন।[৫১]

সাত. দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়ার গুজব

২০০১ সালে সৌরজগতের গ্রহ-নক্ষত্রগুলো এক সরলরেখা বরাবর চলে আসছিল দেখে সাধারণ সমাজে গুজব রটেছিল যে, পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম গণিতের হিসাব কষে গাণিতীক ব্যাখ্যা দ্বারা অভয় দেন যে, গ্রহ-নক্ষত্রের এই চলন প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম। তারা যেভাবে সরলরেখায় এসে খাড়া হচ্ছে সেটা অস্বাভাবিক কিছু না। দুনিয়া ধ্বংস হবার মতো কোন বিপদ দেখা দেয় নি।[৫২]

---

[৫০] কোন গ্রহের সূর্যের সবচেয়ে নিকটবর্তী বিন্দুকে সেই গ্রহের অনুসূর বলা হয়।

[৫১] দীপেন ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত

[৫২] ফরহাদ মজহার, অসামান্য বিজ্ঞানী জামাল নজরুল ইসলাম, chintaa.com , ১৭ মার্চ ২০১৩

চতুর্থ অধ্যায়

এক. মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান

যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট-ডক্টরাল রিসার্চ ফেলো হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলামের কর্মজীবনের সূচনা হয়। তিনি ১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।[৫৩]

দুই. কেমব্রিজের Institute of Theoretical Astronomy– তে যোগদান

অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম ১৯৬৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যুক্তরাজ্যের সুবিখ্যাত কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট-ডক্টরাল রিসার্চ ফেলো হিসেবে ফিরে আসেন এবং একবছর এই পদে গবেষণা করে যান।

১৯৬৭ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞান আকাশের অন্যতম এক উজ্জ্বল নক্ষত্র স্যার ফ্রেড হয়েল কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে Institute of Theoretical Astronomy প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রতিষ্ঠাতা

[৫৩] বিজ্ঞানী জামাল নজরুল ইসলাম-এর সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত

পরিচালক হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। অধ্যাপক ইসলাম ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানে গবেষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এখানে কর্মরত থাকা অবস্থায় তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় বিখ্যাত ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার স্টিফেন হকিংয়ের এবং তাঁদের মধ্যে বেশ সখ্যতা গড়ে উঠে।[৫৪]

মূলত স্যার ফ্রেড হয়েল, জয়ন্ত নারলিকর এবং স্টিফেন হকিংয়ের সাহচর্যের বদৌলতে অধ্যাপক ইসলাম কসমোলজি বা বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে গবেষণায় আগ্রহী হন এবং মহাবিশ্বের অন্তিম পরিণতি নিয়ে কাজ করে বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হন।

অধ্যাপক ইসলাম Institute of Theoretical Astronomy তে গবেষণারত অবস্থায় কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তকোন্দলের শিকার হয়েছিলেন এবং তাঁকে চাকরি ছেড়ে দিতে হয়েছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড. আহমেদ শাফি লিখেন, ‘J. N. Islam was working with the famous sci-fi writer and astrophysicist Fred Hoyle, having switched to astrophysics, which remained his life-long passion, he did become a victim of Cambridge University politics and had to find a job in London.’[৫৫]

স্যার ফ্রেড হয়েলও ১৯৭২ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবং ১৯৭৩ সালে Institute of Theoretical Astronomy

---

[৫৪] বিজ্ঞানী জামাল নজরুল ইসলাম-এর সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত

[৫৫] Ahmed Shafee, Jamal Nazrul Islam: The passionate learner, bdnews24.com, March 17, 2013

থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। অনুরূপভাবে, জয়ন্ত নারলিকর ১৯৭২ সালে Institute of Theoretical Astronomy ছেড়ে Tata Institute of Fundamental Research (TIFR) এ অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। স্যার ফ্রেড হয়েল ও জয়ন্ত নারলিকর 'বিগ ব্যাং' তত্ত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী, মহাবিশ্বের সাম্যবস্তার বা স্টেডি স্টেট থিওরির একটি মডেলের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। 'বিগ ব্যাং' শব্দটিও স্যার ফ্রেড হয়েলের কল্যাণে পাওয়া। ১৯৪৯ সালের মার্চে বিবিসি রেডিওর একটি অনুষ্ঠানে তিনি অনেকটা উপহাস করে মহাবিস্ফোরণকে 'বিগ ব্যাং' বলেছিলেন, যা এখন পর্যন্ত অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। স্টেডি স্টেটতত্ত্বের অন্যতম প্রবর্তক হিসেবে স্যার ফ্রেড হয়েলের সঙ্গে তখনকার প্রতিষ্ঠিত অনেক বিজ্ঞানীদের বেশ একটা ঠান্ডা লড়াই ছিলো। ১৯৮৩ সালে স্যার হয়েলের গবেষণা সহযোগী মার্কিন বিজ্ঞানী উইলিয়াম ফাওলার (মৃত্যু ১৯৯৫) নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হলেও, স্যার হয়েল আজীবন নোবেল থেকে বঞ্চিতই থেকে যান। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার মেরিনো ভ্যালি কলেজের বাঙালি অধ্যাপক দীপেন ভট্টাচার্যের ধারণামতে, 'হয়েলের সঙ্গে বিজ্ঞান মহলের ঠান্ডা লড়াইয়ের আঁচ কিছুটা হলেও অধ্যাপক ইসলামের গায়ে লেগেছিল, যদিও তিনি কখনোই স্টেডি স্টেট থিওরির লোক ছিলেন না। হয়েলের সাথে সাহচর্যের কারণেই অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলামের মূল্যায়ন পশ্চিমে যতটা হবার কথা ছিল ততটা হয় নি।'[৫৬]

---

[৫৬] দীপেন ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত

পরবর্তীতে অবশ্য অধ্যাপক ইসলাম ১৯৮৭ ও ১৯৯১ সালে 'ভিজিটিং ফেলো' এবং ১৯৯৮ সালে 'ভিজিটিং প্রফেসর' হিসেবে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন।[৫৭]

তিন. প্রিন্সটন, ক্যালটেক ও ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা

ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চাকরি ছাড়ার পর নোবেলবিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী ও আপেক্ষিকতাবিদ কিপ থর্নের (জন্ম ১৯৪০) আমন্ত্রণে[৫৮] অধ্যাপক ইসলাম যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় অবস্থিত বিখ্যাত গবেষণাভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় 'ক্যালিফোর্নিয়া ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি (ক্যালটেক)'-এ ভিজিটিং অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে কর্মরত ছিলেন। ক্যালটেকে অধ্যাপক ইসলামের সঙ্গে পরিচয় গড়ে উঠে আরেক নোবেলবিজয়ী বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী রিচার্ড ফাইনম্যানের (মৃত্যু ১৯৮৮) সঙ্গে। ফাইনম্যান সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অধ্যাপক ইসলাম বলেন, 'তাঁর (রিচার্ড ফাইনম্যান) সঙ্গে আমার বেশ ঘনিষ্ঠ কিছু সময় কাটে। তিনি সত্যিই অসাধারণ বন্ধুবৎসল ও পন্ডিত মানুষ। ফাইনম্যান দম্পতি একবার আমাকে সস্ত্রীক নৈশভোজে নিমন্ত্রণ করেন। তাঁর স্ত্রী আমাদেরকে একটি মেক্সিকান ট্র্যাপেস্ট্রি (নকশিকাঁথা) উপহার দেন, যা এখনও আমাদের বাড়িতে আছে।'[৫৯]

---

[৫৭] শরীফ মাহমুদ ছিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

[৫৮] দীপেন ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত

[৫৯] বিজ্ঞানী জামাল নজরুল ইসলাম-এর সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত

ক্যালটেকে থাকাকালীন সময়ে অধ্যাপক ইসলাম ছয় মাসের জন্য ক্যালিফোর্নিয়ার পার্শ্ববর্তী শহর সিয়াটলের ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘সিনিয়র রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট’ হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

কেমব্রিজের Institute of Theoretical Astronomy-তে কর্মরত থাকাকালীন ১৯৬৮ সালে অধ্যাপক ইসলাম পাঁচ মাসের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের Institute for Advanced Study-তে ‘ভিজিটিং অধ্যাপক’ হিসেবে যোগদান করেন। বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন তাঁর জীবনের শেষ দুই দশক, ১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা করেছিলেন।

পরবর্তীতে, ১৯৭৩ সালে দ্বিতীয়বারের মতো এবং ১৯৮৪ সালে তৃতীয়বারের মতো অধ্যাপক ইসলাম Institute for Advanced Study-তে ‘ভিজিটিং অধ্যাপক’ হিসেবে অধ্যাপনা করেন। প্রিন্সটনে দ্বিতীয় ধাপে কাজে এসে অধ্যাপক ইসলামের সখ্যতা গড়ে ওঠে বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ স্যার ফ্রিম্যান ডাইসনের (মৃত্যু ২০২০) সঙ্গে।[৬০]

চার. কিংস কলেজ, কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয় ও লন্ডন সিটি ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা

১৯৭৪ সালে অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম আবারো যুক্তরাজ্যে ফিরে আসেন এবং লন্ডনের স্বনামধন্য বিদ্যাপীঠ

---

[৬০] বিজ্ঞানী জামাল নজরুল ইসলাম-এর সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত

কিংস কলেজে গণিতের প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন।[৬১] কিংস কলেজে বিভিন্ন সময়ে অধ্যাপনা করেছেন জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল (মৃত্যু ১৮৭৯), নোবেলবিজয়ী স্যার চার্লস বার্ক্লা (মৃত্যু ১৯৪৪), নোবেলবিজয়ী স্যার ওয়েইন রিচার্ডসন (মৃত্যু ১৯৫৯), নোবেলবিজয়ী স্যার এডওয়ার্ড অ্যাপলেটনের (মৃত্যু ১৯৬৫) মতো রথি-মহারথিরা।

কিংস কলেজে এক বছর পাঠদানের পর অধ্যাপক ইসলাম কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সায়েন্স রিসার্চ ফেলো' হিসেবে কর্মরত ছিলেন।[৬২] কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ইসলামের সহকর্মী ছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী নালিন চন্দ্র বিক্রমাসিংহে (জন্ম ১৯৩৯)। বিক্রমাসিংহে স্যার ফ্রেড হয়েলের ছাত্র ও গবেষণা সহযোগী ছিলেন এবং অধ্যাপক ইসলামের সঙ্গে তাঁর ভালো বন্ধুত্ব ছিলো।[৬৩] এছাড়াও, কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ইসলামের আরেকজন ভালো বন্ধু ও সহকর্মী ছিলেন পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক রাফায়েল সর্কিন[৬৪]। এতো বড়খ্যাতিমান গবেষক

---

[৬১] বিজ্ঞানী জামাল নজরুল ইসলাম-এর সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত

[৬২] এ. এম. হারুন অর রশিদ, আমাদের অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম

[৬৩] দীপেন ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত

[৬৪] মার্কিন পদার্থ বিজ্ঞানী অধ্যাপক রাফায়েল সর্কিন ১৯৪৫ সালে শিকাগো শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি আমেরিকার বিখ্যাত বেহালাবাদক লিওনার্ড সর্কিনের পুত্র। রাফায়েল সর্কিন বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের সিয়রাকিউস বিশ্ববিদ্যালয় ও কানাডার বিখ্যাত প্যারিমিটার ইনস্টিটিউট ফোর থিওরেটিক্যাল ফিজিক্সে ইমেরিটাস অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন।

হওয়া সত্ত্বেও অধ্যাপক ইসলাম বাংলাদেশে ফিরে গিয়েছেন শুনে সর্কিন খুব অবাক হয়েছিলেন।[৬৫]

অধ্যাপক ইসলাম ১৯৭৮ সালে প্রভাষক হিসেবে লন্ডনের সিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ১৯৮৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের রিডার (বর্তমান সহযোগী অধ্যাপক) পদে কর্মরত অবস্থায় তিনি চাকরি ছেড়ে একেবারে বাংলাদেশে চলে আসেন।[৬৬]

---

[৬৫] আরশাদ মোমেন, প্রাগুক্ত

[৬৬] এ. এম. হারুন অর রশিদ, প্রাগুক্ত

পঞ্চম অধ্যায়

এক. দেশে প্রত্যাবর্তন

'বাংলাদেশের একটি ছেলে বা একটি মেয়েকেও যদি আমি বিজ্ঞানের পথে নিয়ে আসতে পারি, যদি তার সামনে মহাবিশ্বের রহস্য অনুসন্ধানের একটি নতুন দরজা খুলে দিতে পারি, তাহলেই আমার দেশে ফেরা স্বার্থক হবে।'

- জামাল নজরুল ইসলাম

অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম উন্নত বিশ্বের অকল্পনীয় সুযোগ-সুবিধা, লোভনীয় বেতনের চাকরি ছেড়ে দিয়ে ১৯৮১ সালে প্রথমে এক বছরের জন্য ও পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে যুক্তরাজ্যে থাকা বাড়ি-ঘর সব বিক্রি করে দিয়ে স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে ফিরে আসেন এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন।

বিশ্বের অনেক খ্যাতিমান গবেষক, বিজ্ঞানী, অধ্যাপকরা মনে করেন যে, যদি অধ্যাপক ইসলাম স্থায়ীভাবে দেশে চলে না আসতেন, তিনি নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হতেন। এমনকি,

১৯৮৫ সালে অধ্যাপক ইসলামের আমন্ত্রণে যখন নোবেলবিজয়ী বিজ্ঞানী অধ্যাপক আব্দুস সালাম বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন, অধ্যাপক সালাম জোর দিয়ে বলেন যে, ‘আমার পরে এশিয়া মহাদেশে বিজ্ঞানে কেউ নোবেল পেলে, সে হবে অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম।’[৬৭]

অধ্যাপক ইসলামের দেশে ফিরে আসার পিছনের অন্যতম একটি কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে তাঁর বন্ধু, ভারতের ‘পদ্মশ্রী’ পদকে ভূষিত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অমীয় কুমার বাগচী (জন্ম ১৯৩৬) লিখেন, ‘এই অসাম্যের পৃথিবীতে একটা Politics of location কাজ করে সন্দেহ নেই। প্যারিস, লন্ডন, বার্লিন, কেমব্রিজ, সান-ফ্রান্সিসকোর মতো জায়গার বিশেষজ্ঞরা ‘উন্নত’ দেশের বাইরের লোকদের কাজ সম্বন্ধে প্রায়শই অজ্ঞ থাকেন এবং সেই অজ্ঞতার জন্য তাঁরা লজ্জা বোধ করেন না। অন্যদিকে জামালের মতো অনেকেই দেশের মানুষের, বিশেষ করে দেশের খেটে খাওয়া মানুষের সান্নিধ্যের উষ্ণতা বোধ না করতে পারলে তাঁদের গবেষণা কর্মের উৎসাহে ভাটা পড়ে।’[৬৮]

অধ্যাপক ইসলামের দেশে ফেরার সিদ্ধান্তকে বানচাল করার জন্য যখনই তাঁর বন্ধুবান্ধব, সহকর্মীরা নানা যুক্তি দাঁড় করাতেন, তখন তিনি সোজাসাপ্টা পাল্টা প্রশ্ন করতেন, ‘লন্ডনে যে সূর্য দেখা যায় একই সূর্য কি বাংলাদেশে দেখা যায় না? চট্টগ্রামে দেখা যায় না?’

---

[৬৭] Aisha Hayder Chowdhury, Remembering the Life and Legend of Professor J N Islam, The Daily Star (thedailystar.net), 16 March 2021

[৬৮] শরীফ মাহমুদ ছিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

তিনি শুধু নিজে দেশে ফিরে এসে ক্ষান্ত হন নি। বিদেশে লেখাপড়া করা শিক্ষার্থীরা যখন ছুটিতে এসে তাঁর সাথে দেখা করতে যেতেন, তিনি তাদের পড়াশুনার শেষে টানা পোস্ট-ডক্টরাল ফেলোশিপ না করে দেশে ফিরে আসার পরামর্শ দিতেন।[৬৯]

দুই. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান

অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম সর্বপ্রথম ১৯৮১ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। তৎকালীন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য 'একুশে পদকে' ভূষিত বাংলাদেশের বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ড. আবদুল করিম (মৃত্যু ২০০৭) অধ্যাপক ইসলামকে তিন হাজার টাকার একটি বিশেষ বেতন স্কেলে নিয়োগ দিতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট বাঁধ সাধেন। সিন্ডিকেট তাঁর বেতন প্রস্তাব করে আটাশ শ টাকা। অধ্যাপক ইসলাম এই বেতনেই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একবছর অধ্যাপনা করেন। এক বছর পর বিশেষ পারিবারিক কারণে যুক্তরাজ্যে যাওয়ার জন্য তিনি কয়েকদিনের ছুটির আবেদন করেন কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছুটি মঞ্জুর না করায় একপর্যায়ে বাধ্য হয়ে তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে যুক্তরাজ্যে চলে যান।[৭০]

পরবর্তীতে, ১৯৮৪ সালে অধ্যাপক ইসলাম যুক্তরাজ্যের বাড়ি-ঘর বিক্রি করে স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে স্থায়ীভাবে দেশে ফিরে

---

[৬৯] আরশাদ মোমেন, প্রাগুক্ত

[৭০] বিজ্ঞানী জামাল নজরুল ইসলাম-এর সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত

আসেন। তাঁর স্থায়ীভাবে দেশে ফিরে আসার সময়কালের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তাঁর বন্ধু ড. এ. এম. হারুন অর রশিদ লিখেন, 'একদিন তিনি (জামাল নজরুল ইসলাম) টেলিফোনে আমাকে লন্ডন থেকে জানালেন যে, তিনি বাংলাদেশে চলে আসতে চান। আমি বলেছিলাম, 'এটা খুবই ভালো সিদ্ধান্ত। তবে তিনি যদি তাঁর দরখাস্তটি অবিলম্বে আমার কাছে পাঠিয়ে দেন, তাহলে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে আলাপ করে যথাযথ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরামর্শ দিতে পারি।'

তারপর তিনি যা বলেছিলেন তা আমি শুনতে মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। তিনি বললেন, তিনি ঢাকায় যাবেন না, তিনি চট্টগ্রামে যাবেন, কেননা সেখানে রয়েছে তাঁর পৈতৃক ভবন। আমি তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে, মনে হয় না, চট্টগ্রামে তিনি খুব ভালো ছাত্র পাবেন এবং সেখানে তাঁর গবেষণা কর্ম ব্যাহতই হবে। কিন্তু তিনি সেকথা মোটেই কানে তুললেন না, তাঁর কথা ছিলো একটাই যে, আমি যেন তাঁর দরখাস্তটি নিয়ে চট্টগ্রামের উপাচার্যের সঙ্গে অবিলম্বে দেখা করি। আমি তাই করেছিলাম। এক সকালে ট্রেনে চট্টগ্রামের টিকিট কিনে চট্টগ্রামে পৌঁছে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বলেছিলাম, 'জামাল নজরুল ইসলাম এদেশের সম্পদ – তাঁকে আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে আসা আপনাদেরই সৌভাগ্য।' উপাচার্য করিম সাহেব আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, জামাল নজরুল ইসলামের জন্য একটি অধ্যাপক পদ পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে অবিলম্বে সৃষ্টি করে তাঁকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হবে।

দুঃখের বিষয়, ঢাকায় ফিরে এসে কয়েক দিন পরে খবর পেলাম যে কিছু জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে পদ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না। তাই কিছু দিন পরে গণিত বিভাগেই একটি পদ সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং তাও দ্বিতীয়বার আমার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ করার পর।'[৭১]

অবশেষে নানা কাঠখড় পুড়িয়ে অধ্যাপক ইসলাম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ীভাবে অধ্যাপক হিসেবে অধ্যাপনা শুরু করেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁর মাঝখানের দু'বছরকে শিক্ষা ছুটি হিসেবে গণ্য করেন এবং তাঁর বেতন তৎকালীন সময়ের বেতন স্কেলের সর্বোচ্চ ধাপ তিন হাজার টাকা নির্ধারণ করেন। একই সময় অধ্যাপক ইসলামের বেতন যুক্তরাজ্যে ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা ছিল!

বিদেশের ঘর-বাড়ি, চাকরি ছেড়ে একেবারে বাংলাদেশে চলে আসার কারণ সম্পর্কে অধ্যাপক ইসলাম বলেন, 'স্থায়ীভাবে বিদেশে থাকার চিন্তা আমার কখনোই ছিল না। দেশে ফিরে আসার চিন্তাটা প্রথম থেকেই আমার মধ্যে ছিল। এটার ভিন্নতা ঘটে নি কখনোই। আরেকটা দিক হলো, বিদেশে আপনি যতই ভালো থাকুন না কেন, নিজের দেশে নিজের মানুষের মধ্যে আপনার যে গ্রহণযোগ্যতা এবং অবস্থান সেটা বিদেশে কখনোইসম্ভব না। আমার পক্ষে দেশে ফিরে আসা সহজ

---

[৭১] এ. এম. হারুন অর রশিদ, জামাল নজরুল ইসলামের চিরবিদায় উপলক্ষে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি, কালি ও কলম (kaliokalam.com), ১ মে ২০১৩

হওয়ার আরেকটি কারণ হল, আমাদের পরিবারের শক্ত অর্থনৈতিক ভিত্তি। ফলে অর্থনৈতিক সংগ্রামটা আমাকে করতে হয় নি।' [৭২]

তিন. গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা

অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেন। কয়েক বছরের মধ্যেই অধ্যাপক ড. এ. এম. হারুন অর রশিদ, শিক্ষাবিদ আব্দুল্লাহ আল মুতি শরফুদ্দিন (মৃত্যু ১৯৯৮), এবং নোবেলবিজয়ী বিজ্ঞানী আব্দুস সালামের সহযোগীতায় তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'Research Center for Mathematical and Physical Science.'[৭৩]

গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কথা স্মরণ করতে গিয়ে অধ্যাপক ড. এ. এম. হারুন অর রশিদ লিখেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগদান করার পরই জামাল নজরুল ইসলাম আমাকে এক চিঠি লিখে জানালেন যে, তিনি সেখানে একটি আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা ইন্সটিটিউট স্থাপন করতে চান। 'আমি তাঁকে সাহায্য করতে পারি?' আমিবলেছিলাম, 'আমার পক্ষে যা কিছু করা সম্ভব তা আমি অবশ্যই করব। আপনি আমাকে একটি প্রজেক্ট প্রোফর্মা (Project proforma) সুন্দর করে লিখে টাইপ করে পাঠিয়ে দিন।'

---

[৭২] বিজ্ঞানী জামাল নজরুল ইসলাম-এর সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত

[৭৩] Ahmed Shafee, Ibid

অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম এই প্রজেক্ট প্রোফর্মা তৈরী করে নিজে টাইপ করে দ্রুত আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেটা ছিল এক কোটি টাকার একটা প্রজেক্ট। আমি এই প্রজেক্ট নিয়ে তদানীন্তন শিক্ষা সচিব সায়েদুজ্জামান সাহেবের সঙ্গে দেখা করি। তিনি আমার বন্ধুও বটে, ছাত্রও বটে। প্রিয় সায়েদুজ্জাময়ান সেদিনই ক্যান্টনমেন্টে বাংলাদেশের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদের সঙ্গে দেখা করেন এবং আমাকে তৎক্ষণাত সুসংবাদটি দেন যে, প্রেসিডেন্ট সাহেব এই প্রস্তাবে তাঁর সদয় সম্মতি সূচক সই করেছেন।’[৭৪]

১৯৮৬ সালে অধ্যাপক ইসলামের উদ্যোগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে আন্তর্জাতিক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ৮ থেকে ১০ জানুয়ারি, তিনদিনব্যাপী এই সেমিনারে যোগ দিয়েছিলেন অধ্যাপক আবদুস সালাম, নোবেলবিজয়ী ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার রজার পেনরোজ (জন্ম ১৯৩১), জাপানি বিজ্ঞানী হুজিহিরো আরাকি (জন্ম ১৯৩২), ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার জে. সি. টেইলর (জন্ম ১৯৩০) এবং পাকিস্তানি পরমাণু বিজ্ঞানী আবদুল কাদির (মৃত্যু ২০২১)।[৭৫]

অধ্যাপক আবদুস সালাম এই সফর থেকে ইতালি ফিরে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদকে একটি চিঠি লিখেন। এই চিঠিতে তিনি অধ্যাপক ইসলামের প্রস্তাবিত

---

[৭৪] এ. এম. হারুন অর রশিদ, প্রাগুক্ত

[৭৫] সুজয় চৌধুরী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নোবেলজয়ী পেনরোজের তিন দিন, প্রথম আলো (prothomalo.com), ১৭ অক্টোবর ২০২০

গবেষণা কেন্দ্রের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে অর্থ বরাদ্দ দেয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধকরেন। তিনি লিখেন, ‘ … Prof. Jamal Nazrul Islam's newly proposed institute at Chittagong should receive funds from the government. Prof. Islam is one of the most outstanding physicists and he has been recently elected as the first Fellow of the Third World Academy of Sciences.’[৭৬]

এভাবেই সকলের সহযোগিতায় দূরদর্শী অধ্যাপক ইসলাম বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের গবেষণা ক্ষেত্রে এগিয়ে নেয়ার জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮৮ সালে গড়ে তুলেন আন্তর্জাতিক মানের গবেষণাকেন্দ্র ‘Research Centre for Mathematical and Physical Sciences’ এবং তিনি প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। অধ্যাপক ইসলামের মৃত্যুর পর গবেষণাকেন্দ্রের নতুন নামকরণ করা হয় ‘Jamal Nazrul Islam Research Centre for Mathematical and Physical Sciences.’

গবেষণাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠার পর অধ্যাপক আবদুস সালাম, নোবেলবিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী স্যার ব্রায়ান জোসেফসন (জন্ম ১৯৪০), নোবেলবিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী স্টিভেন ওয়েইনবার্গ (মৃত্যু ২০২১), নোবেলবিজয়ী জ্যোতির্বিজ্ঞানী সুব্রাহ্মনিয়াম চন্দ্রশেখরসহ (মৃত্যু ১৯৯৫) বিশ্বের অনেক খ্যাতিমান বিজ্ঞানীরা অধ্যাপক ইসলামকে শুভেচ্ছা জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন।

---

[৭৬] K. Z. Islam, A unique achievement, The Daily Star (thedailystar.net), 20 October 2008

১৯৮৮ সালের ৮ অক্টোবর গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালনা পর্ষদের প্রথম সভায় অধ্যাপক ইসলাম গবেষণা কেন্দ্রের ভবিষ্যত রূপরেখা ও কার্যক্রম সম্বলিত একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। কার্যক্রমগুলো হলো:

1. To promote and to provide facilities for advanced study and research in mathematical and physical sciences. The subjects covered will be any theoretical field in which mathematics or physics plays a significant role such as applied mathematics, pure mathematics (including mathematical logic and foundations of mathematics), mathematical economics, mathematical linguistics, statistics, all branches of theoretical physics, chemical physics (Physical and Quantum Chemistry), mathematical aspects of computers, theoretical aspects or analysis of physics experiments carried out elsewhere.

2. To provide teaching, training and guidance in order to prepare candidates for the degree of Master of Philosophy and Doctor of Philosophy in the subjects covered by the Centre.

3. To provide facilities for research at post-doctoral level for visitors from Bangladesh and abroad in the subjects covered by the Centre.

4. To hold regular seminars, workshops and conferences at National and International level in the subjects covered by the Centre.

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে গবেষণা কেন্দ্রটি নিয়মিতভাবে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও সম্মেলনের আয়োজন করে যাচ্ছে। এই অনুষ্ঠানগুলোকে কেন্দ্র করে বেশকয়টি প্রসিডিংস ও জার্নালও প্রকাশিত হয়েছে।

২০১৩ সাল পর্যন্ত গবেষণা কেন্দ্র থেকে মোট ৫৮ জন গবেষক এম.ফিল ও পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেছেন। তন্মধ্যে অধ্যাপক ইসলামের অধীনে লন্ডন সিটি কলেজের ২ জন গবেষকসহ মোট ৪৫ জন গবেষক এম.ফিল ও পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেছেন।[৭৭]

অধ্যাপক ইসলামের প্রত্যাশা ছিল গবেষণা কেন্দ্র চালু করার পর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তরে থাকা বাঙালি বিজ্ঞানীরা কেন্দ্রে যোগদান করে গবেষণা খাতে দেশকে এগিয়ে নিবেন, কিন্তু আদতে কেউ সাড়া দেন নি। তিনি তাঁর মতো করে গবেষণা কেন্দ্রকে এগিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করেন। অধ্যাপক আহমদ শাফি অকপটে লিখেছেন, ‘Contrary to his hopes, no expatriate Bangladeshi Scientist wanted to join his venture in an out of the way institution. J.N.Islam was indomitable. He began to give dozens of graduate courses and supervise a large number of M.phil and Ph.D. thesis in mathematics, physics,

[৭৭] শরীফ মাহমুদ ছিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১, ৬২, ৬৬, ৬৭

economics, logic, philosophy and everything that interested him, learning the subjects along with his students as he taught them.'[৭৮]

পাশাপাশি দেশে ফেরার পর এদেশের বিদ্যায়তনিক ব্যাক্তিবর্গের কাছেও নিজের গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের জন্য অধ্যাপক ইসলামকে এক কঠিন সংগ্রামের ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে।[৭৯]

চার. This is not my cup of tea!

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলামকে বেশ কয়েকবার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিলো। তিনি প্রত্যেকবার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'This is not my cup of tea!'[৮০]

পাঁচ. ইউজিসি অধ্যাপক হিসেবে যোগদান

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিক্ষকতা, গবেষণা ও প্রকাশনা ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রাখা বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়রে অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের মধ্যে যারা এইসব কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে ইচ্ছুক ও সক্ষম, তাদেরকে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) সম্মানজনক 'ইউজিসি অধ্যাপক' হিসেবে নিয়োগ দান করে। ইউজিসি অধ্যাপকগণ প্রাথমিকভাবে দুই বছরের জন্য তাদের পছন্দ অনুযায়ী যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা স্বীকৃত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের

---

৭৮ Ahmed Shafee, Ibid

৭৯ বিজ্ঞানী জামাল নজরুল ইসলাম-এর সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত

৮০ শরীফ মাহমুদ ছিদ্দিকী, পৃ. ৮৬

সঙ্গে সংযুক্ত থেকে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন।

২০০৪ সালে অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলামের চাকরির বয়সসীমা ৬০ বছর পেরিয়ে যাওয়ায় ইউজিসি তাঁকে 'ইউজিসি অধ্যাপক' হিসেবে মনোনীত করে। ২০০৪ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত অধ্যাপক ইসলাম এই পদে তাঁর প্রতিষ্ঠিত গবেষণা কেন্দ্রে কর্মরত ছিলেন।[৮১]

ছয়. ইমেরিটাস অধ্যাপক হিসেবে যোগদান

২০০৬ সালে ইউজিসি অধ্যাপক হিসেবে অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলামের কাজের মেয়াদ পূর্ণ হলে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ইমেরিটাস অধ্যাপক' হিসেবে নিয়োগ দেয়ার উদ্যোগ নেয়। নিয়মানুসারে, ইমেরিটাস অধ্যাপক নিয়োগ দেয়ার জন্য বিদেশের খ্যাতিমান ৩ জন এবং দেশের খ্যাতিমান ২ জন বিজ্ঞানী বা পন্ডিতের সুপারিশের প্রয়োজন হয়। অধ্যাপক ইসলামের কাছে বিদেশের কোন কোন বিজ্ঞানীর নাম সুপারিশের জন্য দেওয়া যায় জানতে চাইলে তিনি অধ্যাপক রজার পেনরোজ, অধ্যাপক জে. সি. টেইলর এবং অধ্যাপক ফ্রিম্যান ডাইসনের নাম দিতে বলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই অধ্যাপক ইসলামকে ইমেরিটাস অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে সুপারিশ করেন।

---

[৮১] শরীফ মাহমুদ ছিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

তৎকালীন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহোদয়ের কাছে লেখা সুপারিশপত্রে স্যার রজার পেনরোজ লিখেন, ‘I understand that Professor Jamal Islam is under consideration for an Emeritus Professorship at the University of Chittagong. This is to say that I fully support this proposal, as I have known Dr Islam for a great many years, and I have an excellent opinion of him both as a highly esteemed academic scientist and as a someone of fine personal qualities.

I know him reasonably well when he had a post at Cambridge University, and I was an admirer of his very good quality research and writings on general relativity and cosmology. Later, I met him again in Chittagong at the inauguration of a research institute in Chittagong, and I formed the opinion that in addition to his own high quality research, he had a propound commitment to the promotion of a high standard of scientific work in Bangladesh, with its potential to benefit the quality of life in the country as a whole.

I strongly support the proposal to make him an Emeritus Professor at the University.’[৮২]

---

৮২ সুজয় চৌধুরী, প্রাগুক্ত

যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যাপক ফ্রিম্যান ডাইসন লিখেন, 'I strongly recommend the appointment Dr. Jamal Nazrul Islam to the title of Professor Emeritus at the University of Chittagong. I have known Professor Islam for forty years and have collaborated with him during the years that he spent as a member of the Institute for Advanced Study. He is outstanding as a research physicist, as a teacher, and as an organizer of international collaboration in science. His published papers and his book on the long-range future of the universe have had an important influence on my own research. I particularly admire his loyalty to Bangladesh, which led him to stay at Chittagong and build up science in his native country, when he had several attractive offers of positions in other parts of the world. He has devoted his life to serving his country and his university. He deserves the highest recognition that you can give him for his outstanding service.'

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক স্যার জন সি টেইলর তাঁর সুপারিশ পত্রে লিখেন, 'I think that Dr Islam has to a high degree all four qualifications mentioned in the guide-lines. His achievements in research, scholarship and the promotion of international collaboration are well-known in the world of science. It is difficult to think of anyone more suited to an Emeritus Professorship.'

অনুরূপভাবে, বাংলাদেশের খ্যাতিমান পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. এ. এম. হারুন অর রশিদ ও বিখ্যাত পরমাণু বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. এম শমশের আলীর সুপারিশের ভিত্তিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলামকে ইমেরিটাস অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দেয়।[৮৩] মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি এই পদে কর্মরত ছিলেন।

---

[৮৩] শরীফ মাহমুদ ছিদ্দিকী, পৃ. ৬৫, ৬৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

এক. অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ইসলাম

বিজ্ঞানের মৌলিক শাখাগুলোর পাশাপাশি অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলামের অর্থনীতি শাস্ত্রেও ছিল প্রচুর আগ্রহ। তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত গবেষণা কেন্দ্রে গাণিতিক অর্থনীতির ওপর নিয়মিত ওয়ার্কশপ, সেমিনার আয়োজন করতেন এবং গবেষণা কেন্দ্র থেকে তাঁর তত্ত্বাবধানে অনেকেই গাণিতিক অর্থনীতির ওপর এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেছেন।

অধ্যাপক ইসলাম বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের হস্তক্ষেপ ও নজরদারি মোটেও সহ্য করতে পারতেন না। কবি ও প্রাবন্ধিক আবুল মোমেনের ভাষায়, 'প্রায় জিহাদি জোশে তিনি (অধ্যাপক ইসলাম) বিদেশী অর্থের বিশেষকরে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের মতো প্রতিষ্ঠানের সর্বনাশা ভূমিকার কথা বলতেন। বর্তমানকালে উন্নয়নের যে বিলাসবৈভবমুখী ধারা মানুষের স্বাভাবিক বসতি আর সামাজিক পরিবেশ নষ্ঠ করে দিচ্ছে, তাঁর বিরুদ্ধে বলতে বলতে তিনি

প্রায়ই উত্তেজিত হয়ে পড়তেন।’[৮৪] কবি আলম খোরশেদ ও এহসানুল কবিরকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে, আমাদের দেশের উন্নয়নের পথের কাঁটা চিহ্নিত করে অধ্যাপক ইসলাম বলেন, ‘সবধরনের সীমাব্ধতা সত্ত্বেও আমাদের প্রচুর সম্ভাবনাময় মানবসম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৌদ্ধিক-সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য আছে যার সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা নিজেদের অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারি। কিন্তু বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির শিকার হয়ে আমরা সেই উন্নয়নের দিকে যেতে পারছি না। আমি জোর দিয়ে বলতে চাই, আমাদের প্রধান প্রতিবন্ধিকতা হচ্ছে বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণের ওপর নির্ভরতা। ভারত ও চীন ছাড়া সবটুকু এশিয়া এবং পুরো আফ্রিকাই আজ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের শিকার। আগের মতো সশরীরে তাদেরকে এখন আর আসতে হচ্ছে না। লন্ডন, ওয়াশিংটন কিংবা প্যারিসে বসেই আজকে তারা আমদের মতো দেশগুলোর ওপর দখলদারিত্ব বজায় রাখছে। নিজেদের স্বার্থরক্ষাকারী জ্ঞান, বুদ্ধি, পরামর্শ, নানা ধরণের চুক্তি এবং আজ্ঞাবাহী শাসকশ্রেণী তৈরী করে তারা এটা করে চলেছে। আমাদেরকে এই জিনিসটা বুঝতে হবে।’

বিদেশী আর্থিক সংস্থাগুলোর অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ বন্ধের করণীয় সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘আমি আলেকজান্ডার ও ডায়াজেনিসের সেই বিখ্যাত কাহিনীটি মনে করিয়ে দিয়ে বলতে চাই- তোমরা শুধু আমাদের পথ থেকে সরে দাঁড়াও, আমাদের ভালোমন্দ আমাদেরকেই ভাবতে দাও। আমি মনে করি, এটাই

[৮৪] আবুল মোমেন, প্রাগুক্ত

সর্বপ্রথম প্রয়োজনীয়। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, কৃষিতে আমাদের অসীম সম্ভাবনা আছে। কৃষিতে আমাদের যে সম্ভাবনা আছে সেটা দিয়ে আমরা নিজেরা স্বনির্ভর হওয়ার পর এমনকি জি-৮ এর দেশগুলোকেও সাহায্য করতে পারব। নজরুল দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই কথাটা অনেক আগেই বলে গেছেন, যাকে আমি আমাদের স্বাধীনতার প্রথম ও প্রকৃত ঘোষণা বলে থাকি। ধুমকেতুতে তিনিই প্রথম বলেছিলেন, বিদেশি ভজনার স্বভাব ত্যাগ করে লড়াই আন্দোলনের মাধ্যমে বিদেশিদেরকে বিতাড়িত করে দেশের ভাগ্য নির্ধারণের চাবিকাটি নিজেদের হাতে তুলে নিতে হবে সম্পূর্ণভাবে। আজকের প্রসঙ্গে সেই চেতনাটাই সবচেয়ে জরুরি।'

বাংলাদেশের শিল্পায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অধ্যাপক ইসলামের অভিমত জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'শিল্পায়নের প্রসঙ্গে আমার সাফ কথা হচ্ছে, বিশ্বব্যাংক, এডিবি, আইএমএফ-এর ক্ষতিকারক প্রেসক্রিপশন বাদ দিয়ে নিজেদের প্রেক্ষাপট ও প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একটা সুষ্ঠু শিল্পনীতি আমাদের প্রণয়ন করতে হবে। আর সেটাকে হতে হবে কৃষিভিত্তিক, শ্রমঘন, কুটিরশিল্প-প্রধান এবং প্রধানত দেশজ কাঁচামাল নির্ভর। মোটকথা নির্বিচার ও ঢালাও ছাঁটাই কোনো সমাধান হতে পারে না। আমাদের বরং চেষ্টা করতে হবে কুটিরশিল্পের মতো শ্রমঘন শিল্প আরো বেশি করে স্থাপন করে দেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার।'[৮৫]

[৮৫] বিজ্ঞানী জামাল নজরুল ইসলাম-এর সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত

দুই. মহান মুক্তিযুদ্ধে অবদান

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে (ক্যালটেক) ভিজিটিং অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সম্মুখ সমরে অংশগ্রহণ করতে না পারলেও মহান মুক্তিযুদ্ধে অধ্যাপক ইসলামের অবদান অনস্বীকার্য।

তিনি তৎকালীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সনের কাছে চিঠি লিখে অনুরোধ করেন যেন তিনি ও তাঁর দেশ মহান মুক্তিযুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানিদের পক্ষে না দাঁড়ান।[৮৬] এছাড়াও তিনি সেই সময়ের যুক্তরাজ্যের প্রায় সকল এমপির কাছে চিঠি লিখেন যাতে বৃটিশ সরকার মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে সমর্থন জানায়। তিনি বৃটিশ এমপি লর্ড বাটলারের মাধ্যমে গণচীনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাইয়ের কাছে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখেন যেন যুদ্ধে চীন পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষালম্বন না করে।[৮৭] ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুরের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড. বেলাল ইহসান বাকি ১৯৭১ সালে ক্যালটেকে স্নাতক অধ্যায়নরত ছিলেন। ড. বাকি তখন ভারতের বিখ্যাত সরোদ বিশেষজ্ঞ ওস্তাদ আকবর আলী খাঁর সঙ্গে যৌথভাবে ক্যালটেক ক্যাম্পাসে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে সমর্থন আদায়ের জন্য একটি সংগীতানুষ্ঠান

---

[৮৬] Aisha Hayder Chowdhury, Ibid

[৮৭] মুনির হাসান, ছোট দেশের বড় বিজ্ঞানী জামাল নজরুল ইসলাম, কিশোর আলো (kishoralo.com), ২২ সেপ্টেম্বর ২০২১

আয়োজন করেন। অধ্যাপক ইসলাম অনুষ্ঠানটির সোৎসাহী সমর্থক ছিলেন। এই সঙ্গীতানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নোবেলবিজয়ী জীবপদার্থবিদ ড. ম্যাক্স ডেলব্রুক (মৃত্যু ১৯৮১)।[৮৮]

তিন. সঙ্গীত সাধনা ও চিত্রকর অধ্যাপক ইসলাম

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলামকে তাঁর পিতা খান বাহাদুর সিরাজুল ইসলাম শৈশবেই গণিত ও সঙ্গীতে উৎসাহী করে তুলেন। তিনি মায়ের মতোই রবীন্দ্র সঙ্গীত ও নজরুলগীতি গাইতেন। সংস্কৃত জানতেন। মায়ের সুবাধে ঘরে উর্দুর চর্চা ছিল। উর্দু গজল ভালোবাসতেন। বিশেষকরে সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর রচিত 'লাগতা নেহী হ্যাঁয় দিল মেরা' গজলের দ্বিতীয় পংক্তি,

'উমর-ই-দরাজ মাঙ্গ কে লায়ে থে চার দিন
দু আরজু ম্যাঁয় কাট গায়ে, দু ইন্তেজার ম্যাঁয়!'

ছিল তাঁর অধিক প্রিয়। প্রায়ই সবাইকে গেয়ে শুনাতেন।[৮৯]

এছাড়াও তিনি গালিব-মীরের গজল, পুরনো দিনের গান গেয়ে শুনাতেন। নিয়মিত পিয়ানো বাজাতেন, সেতারও শিখেছিলেন। ওস্তাদ ইমরান হোসেন, পন্ডিত বিজয় কিচলুর মতো সঙ্গীত অঙ্গনের কিংবদন্তিরা তাঁর চট্টগ্রামের বাসায় ঘরোয়া আড্ডায় গান গাইতেন।[৯০]

---

[৮৮] Belal E Baaquie, Ibid

[৮৯] প্রিয়ম মজুমদার, প্রাগুক্ত

[৯০] আবুল মোমেন, প্রাগুক্ত

জয়ন্ত নারলিকর, ফ্রিম্যান ডাইসনরা তাঁর পিয়ানো বাজানোর দক্ষতার প্রচন্ড অনুরাগী ছিলেন।[৯১]

একবার অধ্যাপক ইসলাম চট্টগ্রাম শহর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার সময় শহরের বায়েজিদ বোস্তামি সড়কের পাশে দুটি ছেলেকে বাঁশি বিক্রি করতে দেখে পাঁচশত টাকা করে দুজনের কাছ থেকে দুটি বাঁশি কিনে নেন। গবেষণা কেন্দ্রে তাঁর পড়ার টেবিলে বাঁশিগুলো দেখে, তাঁর সহকর্মীরা কৌতুহলী হয়ে বাঁশিগুলোর উৎস জানতে চাইলে তিনি উত্তর দেন, 'সমাজ থেকে বাঁশি হারিয়ে যাচ্ছে। এ কারণেই ওদের নিকট থেকে বেশি দামে বাঁশি দুটি কিনলাম, এতে করে ওরা বাঁশি বিক্রিতে উৎসাহ পাবে এবং বাঁশি বাজাতেও শিখবে।'[৯২]

সঙ্গীত সাধনার পাশাপাশি তাঁর ছবি আঁকার দক্ষতাও ছিল অকল্পনীয়। কবি ও প্রাবন্ধিক আবুল মোমেনের ভাষায়, 'তাঁর (অধ্যাপক ইসলামের) ছবি আঁকার দক্ষতা নামী চিত্রকরকেও অবাক করার মতো। নিসর্গ-দৃশ্য, তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়, ফুল কিংবা অনুলিপি- সব কাজেই নৈপুণ্য চমকপ্রদ। গণিতের পর্যবেক্ষণক্ষমতা আর দার্শনিকের ভারসাম্য বোধের পরিচয় এসবে ধরা আছে।'[৯৩]

---

[৯১] Aisha Hayder Chowdhury, Ibid

[৯২] শরীফ মাহমুদ ছিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

[৯৩] আবুল মোমেন, প্রাগুক্ত

চার. ক্যালকুলেটর, মোবাইল ও কম্পিউটার ব্যবহারে অনীহা

সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়ার সময় অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলামকে তাঁর প্রিয় শিক্ষক ফাদার গোরে 'জীবন্ত কম্পিউটার' বলে ডাকতেন। শৈশব থেকে তিনি হিসাব কষার জন্য কখনো ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতেন না। এ ব্যাপারে তাঁর অভিমত ছিল, 'ক্যালকুলেটর মস্তিষ্ককে অলস করে দেয়।'[৯৪]

ক্যালকুলেটরের মতো তিনি মোবাইল ও কম্পিউটার ব্যবহার করতে পছন্দ করতেন না। তিনি তাঁর বিজ্ঞানী বন্ধুবান্ধবসহ সকলের সাথে চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। তাঁর ধারণা ছিল, বর্তমান তরুণ প্রজন্ম দিন দিন অতিরিক্ত টেলিভিশন ও মোবাইলের দিকে ঝুঁকে পড়ায় তারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছে।[৯৫] শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা কমে যাওয়ার পিছনে তিনি মাত্রাতিরিক্ত কম্পিউটার নির্ভরশীলতাকে দায়ী মনে করতেন।[৯৬] ক্রমশঃ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ মোবাইল ও কম্পিউটারের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে যাচ্ছে দেখে তিনি বিচলিত হতেন, আর এই সর্বনাশ সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করতে কেউ কোনো প্রকার ব্যবস্থা নিচ্ছে না দেখে তিনি অধৈর্য্য হয়ে কাছের মানুষদের বকুনিও দিতেন।[৯৭]

---

[৯৪] প্রিয়ম মজুমদার, প্রাগুক্ত

[৯৫] আরশাদ মোমেন, প্রাগুক্ত

[৯৬] আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত

[৯৭] আবুল মোমেন, প্রাগুক্ত

পাঁচ. অধ্যাপক ইসলামের গুণাবলি

অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলামের সবচেয়ে বড় গুণ ছিল তিনি দেশকে ভালোবাসতেন, দেশের মানুষকে ভালোবাসতেন। শিক্ষা- দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানে এদেশের অন্তত একটি শিক্ষার্থীকে আগ্রহী করে তুলার জন্য তিনি ক্যারিয়ারের শীর্ষে থাকাকালীন সময়ে বিত্ত, সম্মান, নোবেলজয়ের হাতছানিকে পিছনে ফেলে চলে এসেছেন বাংলাদেশে। তিনি সবসময় স্যুট-সোয়েটার পড়ে থাকতেন। গরমের দিনেও এই পোষাকে থাকার কারণ সম্পর্কে বলতেন, 'আমাদের পূর্বপুরুষরা তো বেদুইন ছিল, তাই ভারী কাপড় পড়ে গরমকে দূরে রাখি।'[৯৮] তাঁর এই বিলেতী ভেষভুষা এবং পড়াশোনা ও পেশাগত কারণে দীর্ঘকাল ইংরেজির ব্যবহারে কথাবার্তায় সাহেবী যে ছাপ পড়েছিল তা সাধারণ মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে কিংবা তাদের কাছে ঠেনে নিতে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারে নি।

যুক্তরাজ্য থেকে দেশে ফেরার পর তিনি যাতায়াতের সুবিধার জন্য একটি রিকন্ডিশনড গাড়ি কিনেছিলেন। তখন তাঁর বড় বোন বলেছিলেন, 'গাড়িতে চলাচল করলে নিজের মধ্যে একটা অহংকার ভাব চলে আসে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে দূরত্ব তৈরী হয়। এই দূরত্ব কমাতে পারাটা কৃতিত্বের ব্যাপার।' বোনের কাছে এই কথা শুনে তিনি তাঁর গাড়িটি বিক্রি করে দেন।[৯৯] যথেষ্ট স্বচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও তিনি আর গাড়ি কিনেন নি। চট্টগ্রাম শহর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাসে আসা-যাওয়া করতেন। রিক্সা-

---

[৯৮] প্রিয়ম মজুমদার, প্রাগুক্ত

[৯৯] শরীফ মাহমুদ ছিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

ট্যাক্সি করে শহরে ঘুরতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। দেশে ফেরার বহু পরে তাঁর বড় মেয়ে আর মেয়ের জামাই একটি গাড়ি কিনে উপহার দিয়েছিলেন, সেটাই ছিল তাঁর একমাত্র গাড়ি।[১০০]

দরিদ্র, অভাবগ্রস্থ, বিপদে পড়া মানুষকে সাহায্য করার জন্য তিনি মুখিয়ে থাকতেন। নিজের আয় থেকে অর্থ জমিয়ে দরিদ্র ছাত্রদের পড়াশোনার খরচ যোগান দিতেন। নিজের পুরো আয়ই বিলিয়ে দিতেন হতদরিদ্রদের মাঝে। তাঁর ছাত্র ও সহকর্মী অধ্যাপক ড. কামরুল ইসলাম বর্ণনা করেন, 'মাসের ১ তারিখ সাধারণত বেতন হয়। ওইদিন গবেষণা কেন্দ্রের সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক কর্মচারীসহ দরিদ্র মানুষ জড়ো হত। আর বেতন হাতে নিয়ে তা ওই সকল মানুষের মাঝে তিনি এমনভাবে বিলিয়ে দিতেন যে, অনেক সময় গাড়ির তেল কেনার টাকা পর্যন্ত তাঁর কাছে থাকতো না। তিনি অনেক শিক্ষার্থীর পড়াশোনার জন্য নিজের পকেট খালি করেছেন।

একবার বেতনের দিন স্যারের আসতে দেরি হয়। আমি সাহায্যের জন্য আসা মানুষদের চলে যেতে বলি। কিছুক্ষণ পর স্যার এসে তাদের না পেয়ে আমাকে একটু রাগত স্বরে বলেন, 'কামরুল আমি যে ভালো মানুষ তা তুমি জানো। কিন্তু রেগে গেলে কী করি তা মনসুর (অধ্যাপক ড. মনসুর চৌধুরী) জানে।'[১০১]

---

[১০০] প্রিয়ম মজুমদার, প্রাগুক্ত

[১০১] দৈনিক আজাদি, ২০ মার্চ ২০১৩

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে একবার এক ইফতার মাহফিল শেষে মসজিদ থেকে নামাজ আদায় করে বেরিয়ে দেখতে পান এক লোক তাঁর জুতাজোড়া নিয়ে দৌঁড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। তাঁকে খালি পায়ে গাড়ির দিকে হেঁটে আসতে দেখে গাড়ির ড্রাইভার যখন জিজ্ঞেস করেন, স্যার আপনার জুতা কোথায়? তিনি উত্তরে বলেন, 'নামাজ শেষে দেখি, এক লোক আমার জুতা নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। আমি তাকে কিছুই বলি নি এই কারণে যে, লোকটি সম্ভবত গরীব হতে পারে। তবে আমি অন্য কথা ভাবছি। আমি যদি লোকটিকে পেতাম তাহলে তাকে ঐ একজোড়াসহ আরো নতুন একজোড়া জুতা কিনে দিতাম এবং প্রতি মাসে তাকে কিছু কিছু সাহায্যও করতাম।'[১০২] অধ্যাপক ইসলামের অসহায় মানুষের প্রতি এই ভালোবাসার কাছে হার মেনেছিলেন তাঁর গাড়ির চালক। অন্য জায়গায় বেশি বেতনের চাকরি পেয়েও তিনি অধ্যাপক ইসলামের গাড়ি চালানোর কাজ ছাড়েন নি।[১০৩]

জন্মভূমি আর জন্মভূমির মানুষকে এতো তীব্র ভালোবাসতেন যে, তিনি বলেছিলেন, 'আমাকে যদি নোবেল পুরষ্কার প্রস্তাব করা হয় আর এর বিনিময়ে আমার মেয়ে নার্গিস দেশে এসে স্থায়ী হয়, এদেশের লোকজনের চিকিৎসা করে, তবে আমি নোবেল চাই না।'[১০৪]

---

[১০২] শরীফ মাহমুদ ছিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

[১০৩] দৈনিক আজাদি, প্রাগুক্ত

[১০৪] প্রিয়ম মজুমদার, প্রাগুক্ত

বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত চেষ্টা করে গেছেন। দেশে ফেরার পর কোন স্কুল, কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত কনফারেন্স অথবা আলোচনা অনুষ্ঠানের খবর পেলেই তিনি সেখানে ছুটে যেতেন। কোন শিক্ষার্থীর মনে বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ দেখলে সে যে বয়সেরই হোক না কেন, তিনি তাকে সর্বাত্মক সহযোগীতা করতেন। অধ্যাপক ইসলামের ৫ম মৃত্যুবার্ষিকীতে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মাহবুব মজুমদার তাঁর সম্পর্কে লিখতে গিয়ে একটি চমৎকার ঘটনার স্মৃতিচারণ করেছেন। তিনি লিখেন, ‘In 1995, my younger brother, Mahfuz Majumder, was doing a science project for the Westinghouse Talent Search Competition despite going to school in Bangladesh. His project was an application of special relativity. He went to the Physics Department at the University of Dhaka to ask a professor some questions.

The professor was very dismissive and even rude when my brother asked whether he could borrow a copy of the famous relativity book Gravitation by Misner, Wheeler and Thorne. The professor told my brother that he was a fool for even thinking about reading such an advanced book. Thereafter, my brother contacted Professor JNI about his project. JNI enthusiastically invited him to visit his research centre despite Mahfuz being only a 17-years-old.

My father, brother and I then drove to Chittagong from Dhaka. Professor JNI spent nearly two hours with Mahfuz and was very kind to him. Then he surprisingly invited us to his home. Professor JNI had

a huge library of books on physics and mathematics. I remember standing in awe of his collection for several minutes. He asked me whether I would like to borrow any books. My eyes grew wide. It was obvious I did. I then picked out a book and asked him whether I could borrow it. After another five minutes, I picked out another book and asked him whether I could borrow that one too. This went on until I had asked to borrow about 20 books, and he happily agreed every time.

One thing that everybody knows about Bangladeshi students is that they never return borrowed books. So, in the end I was just shocked by his kindness. I returned his books several weeks later after photocopying every single one of them. But instead of taking them to Chittagong, his daughter Sadaf so kindly agreed to carry them – a huge bag of books – on a flight from Dhaka to Chittagong. Who else in Bangladesh would let a total stranger borrow a huge bag of books and then let that person burden his daughter with carrying them on a plane flight back?

The one thing I remember most vividly from that trip to visit Professor JNI in 1995 is what my father said after meeting him – *“a superior human being.”* That’s what my father called him. I had never heard my father, Dr Badiul Alam Majumdar, call someone

a *"superior human being"* before then. And I have never heard him call anybody that since then!'[১০৫]

ব্যাক্তিজীবনে অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম খুবই স্পষ্টবাদী ছিলেন। মিডিয়া পছন্দ করতেন না, খবর বিকৃত করে দেয় বলে সংবাদপত্রও এড়িয়ে চলতেন।[১০৬] বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শিক্ষকদের রাজনীতি, লেজুড়বৃত্তি পছন্দ করতেন না। কিন্তু কেউ কোন প্রকার বিপদে পড়লে সবার আগে তিনি পাশে দাঁড়াতেন।[১০৭]

তিনি প্রচন্ড রবীন্দ্র অনুরাগী ছিলেন। মামা আবু আইয়ুব সয়ীদের প্রভাবেই বিশ্বকবির প্রতি তাঁর মনে আলাদা জায়গা তৈরী হয়েছিল। অত্যন্ত সুন্দর বক্তৃতা দিতে পারতেন। বক্তৃতা দেয়ার সময় রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাস থেকে উদ্ধৃতি দিতে খুব পছন্দ করতেন।[১০৮] তাঁর বক্তৃতা দেয়ার গুণ সম্পর্কে অধ্যাপক আরশাদ মোমেন লিখেন, 'একবার এক অনুষ্ঠানে জামাল স্যারের বক্তৃতার সময় মিলনায়তনে বিদ্যুৎ চলে যায়। স্যার ওই ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যেই পুরো এক ঘণ্টা বক্তৃতা চালিয়ে গেলেন। রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা জামাল স্যারের ঠোঁটস্থ ছিল। সেদিন তাঁর প্রমাণও পেয়েছিলাম।'[১০৯] অধ্যাপক

---

[১০৫] Mahbub Majumdar, Remembering Professor Jamal Nazrul Islam, The Daily Star (thedailystar.net), 3 April 2018

[১০৬] প্রিয়ম মজুমদার, প্রাগুক্ত

[১০৭] দৈনিক আজাদি, প্রাগুক্ত

[১০৮] আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত

[১০৯] আরশাদ মোমেন, প্রাগুক্ত

ইসলামের স্বপ্ন ছিল তিনি তাঁর পৈতৃক বাড়িকে ছোট পরিসরে শান্তিনিকেতনের আদলে রূপ দিবেন।[১১০]

অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম ধর্ম সম্পর্কেও ছিলেন যথেষ্ঠ সচেতন। তিনি বাকস্বাধীনতায় বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাশীল হলেও, মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসকে আঘাত করে এমন লেখা ও কর্মকান্ডের ঘোর বিরোধী ছিলেন।[১১১] অধ্যাপক ইসলামের ধর্মীয় অবস্থান সম্পর্কে ড. আহমদ শাফি লিখেন, 'He had great respect for basic Islamic values, though he was also one of the most secular persons I have seen.'[১১২]

[১১০] K Siddique-e Rabbani, Professor Jamal Nazrul Islam – as I saw him, newagebd.com, 25 march 2013

[১১১] Belal E Baaquie, Ibid

[১১২] Ahmed Shafee, Ibid

সপ্তম অধ্যায়

এক. আন্তর্জাতিক সম্মেলনসমূহে যোগদান, সম্মাননা ও অর্জিত পুরস্কার

অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আয়োজিত সম্মেলনগুলোতে আমন্ত্রিত স্পিকার, অতিথি, প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করতেন। ১৯৮৩ সালে বিজ্ঞানী আবদুস সালাম ইতালির ত্রিয়েস্টে Third World Academy of Sciences (TWAS) প্রতিষ্ঠা করার পর থেকে তাঁকে নিয়মিত সেখানে বিভিন্ন একাডেমিক কাজে অংশ নিতে হতো।[১১৩] আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলোতে তাঁর প্রভাব স্পষ্ট ফুটে ওঠে অধ্যাপক বেলাল ইহসান বাকির স্মৃতিচারণে। তিনি লিখেন, 'In 1989 I was invited to a conference on physics at Islamabad that JN Islam was also attending. I was impressed by the respect and collegiality that he was accorded by the other physicists at the meeting.'[১১৪]

---

[১১৩] আবুল মোমেন, প্রাগুক্ত

[১১৪] Belal E Baaquie, Ibid

অধ্যাপক ইসলাম বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটি, Bangladesh Academy of Sciences, Cambridge Philosophical Society, Royal Astronomical Society, Asiatic Society of Bangladesh, Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics, Third World Academy of Sciences, Islamic World Academy of Sciences এর সম্মানিত সদস্য (Fellow) ছিলেন।[১১৫]

তিনি শাহজালান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেষ্ঠা-পর্ষদের এবং চট্টগ্রাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য ছিলেন।[১১৬] পাশাপাশি তিনি বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রলায়ের 'উচ্চতর গবেষণা সহায়তা কর্মসূচী বাস্তবায়ন (বাছাই) কমিটি'-র সম্মানিত চেয়ারম্যান ছিলেন।[১১৭]

১৯৯৯ সালে হাঙ্গেরীর বুদাপেস্টে অনুষ্টিত International Science Congress এ অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম Third World Academy of Science এর প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে যোগদান করেন। ঐ সম্মেলনে বাংলাদেশের পক্ষ থেকেও একটি দল যোগ দিয়েছিল। সম্মেলনে অধ্যাপক ইসলামকে নোবেলবিজয়ী বিজ্ঞানীদের সাথে নিবিড়ভাবে মিশতে দেখে এবং তাঁর নাম নোবেলবিজয়ী বিজ্ঞানীদের নামের সাথে উচ্চারিত হচ্ছে দেখে জেনারেল নুরুদ্দিন খান তৎকালীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের কাছে যখন জানতে চান, কেন অধ্যাপক ইসলামকে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলে

---

[১১৫] এ. এম. হারুন অর রশিদ, আমাদের অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম

[১১৬] Prof Jamal Nazrul Islam passes away, Ibid

[১১৭] শরীফ মাহমুদ ছিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

অন্তর্ভূক্ত করা হয় নি, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, ‘Sir he does not belong to our party.’

জেনারেল খান বাংলাদেশে ফিরেই একুশে পদকে ভূষিত করার জন্য অধ্যাপক ইসলামের নাম প্রস্তাব করেন। ফলশ্রুতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগে প্রথম ব্যাক্তি হিসেবে অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলামকে ২০০০ সালে একুশে পদকে ভূষিত করা হয়।[১১৮] তাঁরপর এখন পর্যন্ত মাত্র দুজন ব্যাক্তি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগে একুশে পদক লাভ করেছেন। ২০১২ সালে অধ্যাপক ডা. বরেন চক্রবর্তী এবং ২০১৭ সালে অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগে একুশে পদকে ভূষিত হন।

অধ্যাপক ইসলাম ১৯৮৫ সালে Bangladesh Academy of Science কর্তৃক ‘স্বর্ণপদক’, ১৯৯৪ সালে ‘জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পদক’, ১৯৯৮ সালে Third World Academy of Sciences (TWAS) কর্তৃক ‘TWAS Medal Lectures’, ২০০০ সালে ‘মাহবুব উল্লাহ অ্যান্ড জেবুন্নেছা পদক’ এবং ২০১০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘রাজ্জাক-শামসুন আজীবন সম্মাননা পদকে’ ভূষিত হন।[১১৯]

দুই. শেষবিদায়

অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম ২০১৩ সালের ১৬ মার্চ শনিবার রাত ১২ টা ৩০ মিনিটে চট্টগ্রাম শহরের

---

১১৮ K. Z. Islam, Ibid

১১৯ এ. এম. হারুন অর রশিদ, প্রাগুক্ত

'মেট্রোপলিটন হাসপাতালে' চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৭৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

পরদিন রবিবার নগরীর গরিবুল্লাহ শাহ মাজার কবরস্থানে তাঁর বাবা-মার কবরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।[১২০]

তিন. অধ্যাপক ইসলাম সম্পর্কে গুণীজনদের মন্তব্য

❖ Professor Martin Rees

'I was privileged to know Jamal for almost 50 years. His work, especially on the far future of the Universe, was a particular inspiration to me. And I was deeply impressed by his commitment to his own university in Chittagong, despite the many opportunities he would have had to move elsewhere.'

❖ Professor James Mirrlees

'A great many people will miss Jamal, for he was a special person, who cared deeply. He cared for his family, and his friends. He cared for science. He cared for Bangladesh…. His interests ranged widely, making him particularly good at writing on cosmology and relativity for the general reader, and a great talker too. He will be remembered, with affection, and gratitude for his achievements.'

---

[১২০] Prof Jamal Nazrul islam passes away, Ibid

❖ Professor Freeman Dyson

'I have always felt a deep respect for Jamal's decision to return to his homeland and create a center for modern science at Chittagong. That was not an easy decision. He sacrificed the opportunity to pursue his personal career as a research scientist in Europe or America. If he had chosen to stay in America, he would probably have published more papers. He would have been richer, and Bangladesh would have been poorer. He had the choice between personal ambition and public service, and he chose the more difficult path.'

❖ Professor Amartya Sen

'There are so few people anywhere who could match Jamal in human kindness as well as intellectual brilliance. The world knows this - and we will remember him through our respective lives'

❖ অধ্যাপক এ এম হারুন অর রশিদ

'বন্ধুবর জে এন ইসলামের সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে যাওয়ার একটা সুযোগে আমার জীবনেও 'বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব' নিয়ে পড়াশোনা করার উৎসাহ হয়েছে। ... প্রিয় বন্ধু, আপনি আমাদের জীবনকে অর্থবহ করে গিয়েছেন। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।'

❖ Professor Amiya Kumar Bagchi

'His (JNI) widely acclaimed books and his endless stream of publications in some of the leading scientific journals are proof of the stature he had attained in his chosen field which he furrowed with his enormous intelligence and dedication…

Jamal, to my mind, was a sufi who regarded his task to be to uphold justice wherever he could.'

❖ অধ্যাপক আবদুল মান্নান

'অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম শুধু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নন, পুরো চট্টগ্রামেরও একজন অভিভাবক ছিলেন। যে কয়েকজন শিক্ষক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে বহির্বিশ্বে পরিচিত করে তুলেছেন, এর মধ্যে অধ্যাপক ইসলাম একজন।'

❖ Professor Ahmed Shafee

'Jamal Nazrul Islam was a great scientist, a fantastic teacher, but an even greater human being.'

❖ Professor K Siddique-e Rabbani

'Professor Islam had sacrificed his towering career in the West to establish something worthwhile in Bangladesh, but it is our misfortune that we could not utilise his talents and visions fittingly.'

❖ **Professor Belal E Baaquie**

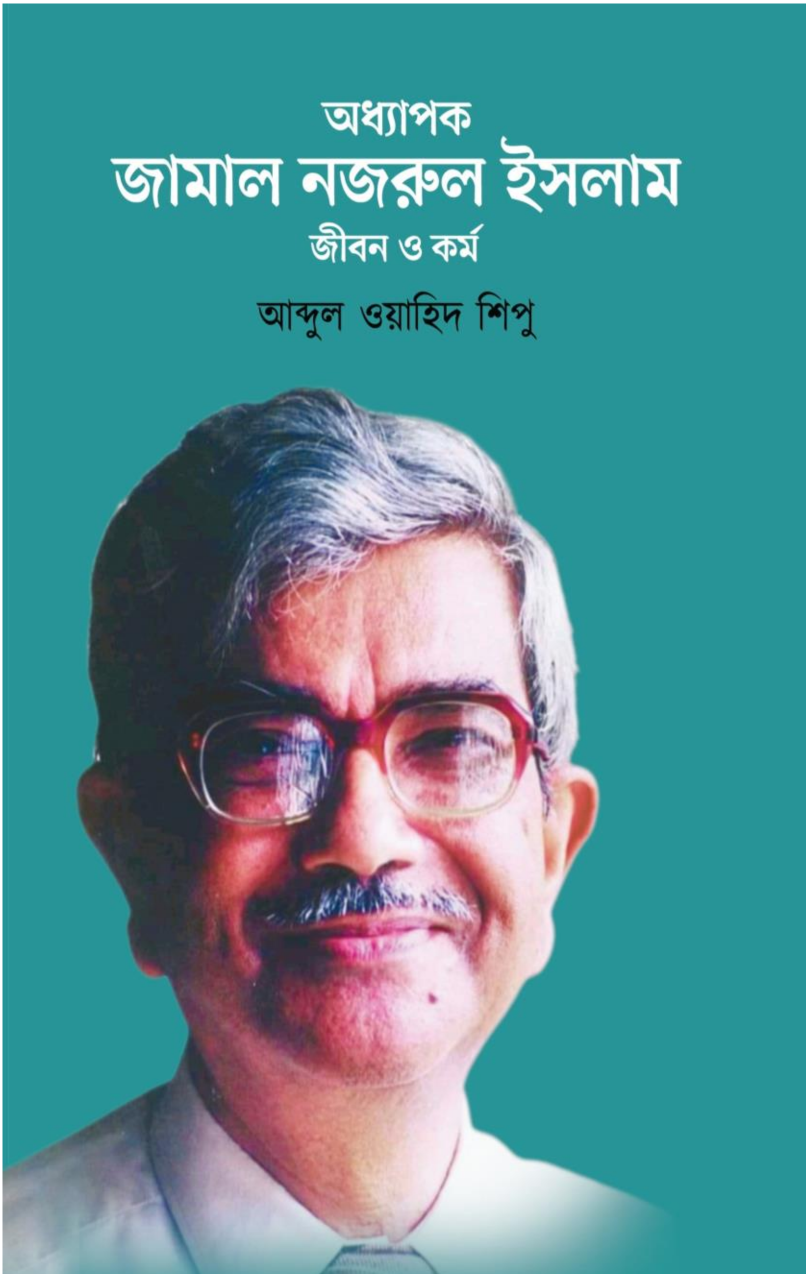
'JN Islam achieved great heights of scientific knowledge and was also an exemplar of a person dedicated to bringing the light of science to the developing countries of the Third World. He could have stayed in the West and achieved even greater heights of scientific achievement, but instead chose the more difficult but exalted path of sacrificing his personal advancement for the scientific advancement of Bangladesh as a country and as a nation.'

❖ **ফরহাদ মজহার**

'মৌলিক বিজ্ঞানের ওপর নিজের অসামান্য দখল ও প্রতিভা প্রমাণ করে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন বিজ্ঞানে চর্চার দিক থেকে যদি আমাদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী হতে হয় তাহলে চর্চার চরিত্রটা কেমন হবে। বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অভিমুখ কোনদিকে হওয়া দরকার। দেশের বাইরে শিক্ষিত শ্রমিক রপ্তানি বা দেশে বহুজাতিক কম্পানির বড় সাহেব হওয়া বাংলাদেশের শিক্ষিত তরুণদের লক্ষ্য হতে পারে না। আমাদের দরকার সত্যেন বোস, জামাল নজরুল ইসলাম, আইন্সটাইন, হেইজেনবার্গের মতো বিজ্ঞানী। জ্ঞানবিজ্ঞানে মৌলিক অবদান রাখতে সক্ষম এক ঝাঁক তরুণ যারা দেশে বসেই দুনিয়া দাপিয়ে বেড়াবে। জামাল নজরুল ইসলাম আমাদের সেই স্বপ্ন দেখিয়ে গিয়েছেন।'

❖ অধ্যাপক দীপেন ভট্টাচার্য

'অধ্যাপক জামাল নজরুল তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে একধরনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন, 'আমার জীবনই আমার বাণী'। একজন সার্থক তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীর কর্মজীবন দেখেই তাঁর মূল্যায়ণ সম্ভব। ঠাট্টা করে বলা হয় যাঁরা মৌলিক বিজ্ঞানে কাজ করেন তাঁরা দারিদ্র্যের ব্রত নিয়েছেন। তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীদের জন্য পি.এইচ.ডি. ছাত্র, পোস্ট-ডক বা সিনিয়র গবেষকের মত ক্ষণ স্থায়ী, অনিশ্চিত ও যথাযথ - পারিশ্রমিকহীন কর্ম অনেক মানসিক দুশ্চিন্তার উৎস হলেও তাঁরা বিজ্ঞানের জন্য সমস্ত আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে থাকেন। যাঁরা এটা করতে পারেন না, তাঁদের জন্য এই পথ নয়। অধ্যাপক জামাল ইসলামের জীবনের দেশ-কালের নক্সা আঁকলেই বোঝা যাবে বিজ্ঞানের জন্য তিনি কতখানি আত্মত্যাগ করেছেন। সেই অর্থে তাঁর জীবনই তাঁর বাণী। তদুপরি তিনি ভবিষ্যতের কথা বলেছেন। সেই দূর ভবিষ্যতকে নিয়ে যাঁরা ভাবতে পারেন তাঁরাই বর্তমানের ক্ষুদ্র স্বার্থ ও বোধের উর্ধ্বে উঠে সমগ্র বিশ্বকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে পারেন।'


অধ্যাপক
জামাল নজরুল ইসলাম
জীবন ও কর্ম
আব্দুল ওয়াহিদ শিপু



আব্দুল ওয়াহিদ শিপু
'রফিপুরের মাষ্টার সাব' নামে খ্যাত মরহুম তৈয়ব আলী মাষ্টার ও আফজুন বেগম দম্পতির কনিষ্ঠ সন্তান। বর্তমানে মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে অধ্যায়নরত।

‘I was privileged to know Jamal for almost 50 years. His work, especially on the far future of the Universe, was a particular inspiration to me. And I was deeply impressed by his commitment to his own university in Chittagong, despite the many opportunities he would have had to move elsewhere.’

- Martin Rees

Fifteenth Astronomer Royal, UK.

‘A great many people will miss Jamal, for he was a special person, who cared deeply. He cared for his family, and his friends. He cared for science. He cared for Bangladesh. ... His interests ranged widely, making him particularly good at writing on cosmology and relativity for the general reader, and a great talker too. He will be remembered, with affection, and gratitude for his achievements.’

-James Mirrlees

Nobel laureate

‘He (Jamal) sacrificed the opportunity to pursue his personal career as a research scientist in Europe or America. If he had chosen to stay in America, he would probably have published more papers. He would have been richer, and Bangladesh would have been poorer. He had the choice between personal ambition and public service, and he chose the more difficult path.’

-Sir Freeman Dyson

Mathematical Prodigy



Oddhapok
Jamal Nazrul Islam
by Abdul Wahide Shipu
Nirrzas Sylhet
মূল্য: ৳৩০০, US $ 7, UK £5
nirrzas.info@gmail.com

978-984-35-4918-1